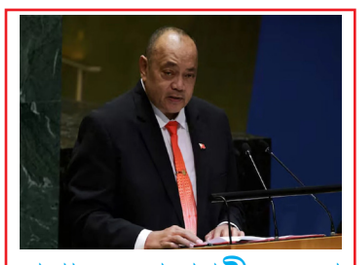

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ টোঙ্গার প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ

সারে-জমিন

মুর্শিদাবাদে তৈরি হবে বাবরি মসজিদ: হুমায়ুন

রূপসী বাংলা

ধর্মীয় মেরুকরণ ও ঐতিহ্যের সংকট

সম্পাদকীয়

কাঁথির সমবায় ব্যাঙ্কের ভোটে আধা সামরিক বাহিনী

সাধারণ

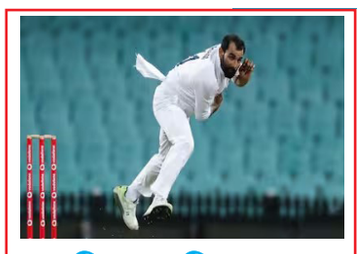

শামির ব্যাটিংয়ে ভর করে মুস্তাক আলি ট্রফির কোয়ার্টারে বাংলা

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
১০ ডিসেম্বর, ২০২৪
২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
৭ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 333 ■ Daily APONZONE ■ 10 December 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

তুমি জমি দখল করলে আমরা কি ললিপপ খাব? জবাব মমতার

আপনজন ডেস্ক: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের একাংশের উস্কানিমূলক বক্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, আপনারা বাংলা, বিহার ও ওড়িশা দখল করবেন এবং আমরা ললিপপ বানাব?” বিধানসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী কারও নাম না করে সীমান্তের এপারে কিছু ভুয়ো

প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

ভিডিও ছড়ানোর নিন্দা করেন এবং রাজ্যে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টার জন্য একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে দোষারোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের নিন্দা জানিয়ে একে অগ্রহণযোগ্য আখ্যা দিয়ে ভারতের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বারোপ করেন। বাংলাদেশি নেতাকে ব্যঙ্গ করে তিনি বলেন, শান্ত থাকুন, সুস্থ থাকুন ও মনে শান্তি রাখুন।

ওবিসি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে জোর সওয়াল কপিল সিব্বালের

মেলেনি স্থগিতাদেশ, পরবর্তী বিস্তারিত শুনানি ৭ জানুয়ারি

আপনজন ডেস্ক: ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দেওয়া যায় না, সোমবার (৯ ডিসেম্বর) মৌখিকভাবে সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছিল যে ৭৭ টি সম্প্রদায়ের অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) শ্রেণিবদ্ধকরণ বাতিল করার কলকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়ের করা আবেদনের শুনানি চলাকালীন। আদালতের পর্যবেক্ষণের জবাবে রাজ্যের তরফে সিনিয়র অ্যাডভোকেট কপিল সিব্বাল জানান, ধর্মের ভিত্তিতে নয়, সম্প্রদায়ের অনগ্রসরতার ভিত্তিতেই এই সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ২৭-২৮ শতাংশ সংখ্যালঘু জনসংখ্যা রয়েছে।

বিচারপতি বি আর গাভাই এবং কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলছিল।

রঙ্গনাথ কমিশন মুসলিমদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের সুপারিশ করেছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ৬৬টি সম্প্রদায়কে অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত করা হয়। তখনই প্রশ্ন উঠেছিল, মুসলিমদের সংরক্ষণের জন্য কী করা উচিত। অতএব, অনগ্রসর কমিশন এই কাজটি গ্রহণ করে এবং মুসলমানদের মধ্যে ৭৬ টি সম্প্রদায়কে অনগ্রসর শ্রেণি হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করে যার মধ্যে বিপুল সংখ্যক সম্প্রদায় ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় তালিকায় রয়েছে। আরও কয়েকজন মণ্ডল কমিশনের অংশ। বাকিটা হিন্দু ও তফসিলি জাতি/উপজাতিদের সঙ্গে সম্পর্কিত।

কপিল সিব্বল আরও বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট মুসলিমদের জন্য ৪ শতাংশ সংরক্ষণ খারিজ করে দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, যখন উপ-শ্রেণিবিন্যাসের বিষয়টি এসেছিল, তখন কমিশন অনগ্রসর শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্তি করেছিল। যেখানে সাব-ক্লাসিফিকেশনটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে (নৃবিজ্ঞান বিভাগ) অর্পণ করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি (তফসিলি জাতি ও উপজাতি ব্যতীত) (চাকরি ও পদগুলিতে শূন্যপদ সংরক্ষণ) আইন, ২০১২ এর বিধানগুলিও বাতিল করা হয়েছে।

বিচারপতি গাভাই বলেন, নীতিগতভাবে মুসলিমরা সংরক্ষণের অধিকার রাখে কি না। তখন আইনজীব কপিল সিব্বাল বলেন, ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ হতে পারে না। এই সংরক্ষণ ধর্মের ভিত্তিতে নয়, পশ্চাৎপদতার ভিত্তিতে, যা আদালত বহাল রেখেছে। এমনকি হিন্দুদের জন্যও এটা পশ্চাৎপদতার ভিত্তিতে। পশ্চাৎপদতা সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সাধারণ। রঙ্গনাথ কমিশন এ ধরনের সংরক্ষণের সুপারিশ করেছে এবং সেসব সম্প্রদায়ের অনেকেই কেন্দ্রীয় ওবিসি তালিকাভুক্ত।

তিনি আরও বলেন, মুসলিম ওবিসি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ বাতিল করে অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ দিয়েছে এবং বিষয়টি বিচারাধীন রয়েছে। হাইকোর্টের রায়ের ফলে প্রায় ১২ লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল হয়েছে উল্লেখ করে সিব্বল বলেন, “আমাদের কাছে পরিমাণযোগ্য তথ্য রয়েছে, এটি শিক্ষার্থী সহ বৃহত্তর সংখ্যক লোককে প্রভাবিত করে। তিনি বলেন, ২০১০ সালের আগে হিন্দু অনগ্রসর শ্রেণির ৬৬টি শ্রেণির শ্রেণিবদ্ধকরণের নির্বাহী আদেশগুলি হাইকোর্ট এই কারণে বাতিল করেনি যে ২০১০ সালের আগে অনুসরণ করা প্রক্রিয়াটি হাইকোর্ট দ্বারা বাতিল হওয়া সত্ত্বেও তাদের চ্যালেঞ্জ করা হয়নি।

উত্তরদাতাদের পক্ষে সিনিয়র অ্যাডভোকেট পিএস পাটওয়ালিয়া রাজ্যের যুক্তি খণ্ডন করে বলেন, কোনও তথ্য বা সমীক্ষা ছাড়াই এবং অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনকে পাশ কাটিয়ে এই সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।

তিনি বলেন, ২০১০ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দেওয়ার পরেই কমিশনের সঙ্গে আলোচনা না করেই ৭৭টি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।

সিব্বল এবং প্রবীণ আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী (রাষ্ট্রপক্ষে) জোর দিয়ে বলেন, একটি সমীক্ষা রিপোর্ট ছিল, যা আবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

শুনানি চলাকালীন বেঞ্চ জিজ্ঞাসা করেছিল যে হাইকোর্ট কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি (তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি ব্যতীত) (পরিষেবা ও পদগুলিতে শূন্যপদ সংরক্ষণ) আইন, ২০১২ এর বিধান (ধারা ১২) বাতিল করতে পারে, যখন এটি রাজ্যকে শ্রেণি চিহ্নিত করার ক্ষমতা দেয়।

বেঞ্চ ২০২৫ সালের ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বিস্তারিত শুনানির জন্য বিষয়গুলি স্থগিত করেছে।

সাবিরের নাগরিকত্ব-প্রমাণ চাওয়া নিয়ে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন নওশাদের

এম মেহেদি সানি ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের তথ্য জানতে গবেষকের আরটিআই-এর জবাবে ‘নাগরিকত্ব’র প্রমাণ চাওয়ার বিষয়টি নিয়ে বিধানসভার চলতি অধিবেশনে সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন বিধায়ক ও আইএসএফ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী। তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫ এর অধীনে গত ১৩ ই নভেম্বর কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন তথ্য জানতে চেয়ে আরটিআই করেন প্রতীচী ট্রাস্টের গবেষক সাবির আহমেদ। ২রা ডিসেম্বর সেই আরটিআই-এর জবাবে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ সাবির আহমেদের ‘নাগরিকত্ব’র প্রমাণ দিতে বলেন। সাবির আহমেদ জানান তাঁর আধার কার্ডের কপি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পাঠালেও তা ‘নাগরিকত্বে’র প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হয়নি। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে জোর চর্চা শুরু হয়েছে, সেই জল গড়িয়েছে বিধানসভা পর্যন্তও। সোমবার অধিবেশনের উল্লেখ পর্বে বিধায়ক নওশাদ বিষয়টি উপস্থাপন করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোন মেডিকেল কলেজের ঘটনা তা জানতে চান। নওশাদ সিদ্দিকী কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের কথা উল্লেখ করলে মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বস্ত করেন। সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নওশাদ সিদ্দিকী আক্ষেপ প্রকাশ করে এই ঘটনায় পেছনে ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে দাবি করেন। গবেষক হিসেবে সাবির আহমেদের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা উল্লেখ করে নওশাদ বলেন, ন্যাশনাল লেভেলেও তিনি অনেক আরটিআই করেছেন কখনো নাগরিকত্বের পরিচয় দিতে হয়নি কিন্তু রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে থাকা মেডিকেল কলেজের তথ্য জানতে চাওয়ায় নাগরিকত্বের প্রমাণ চাওয়া হলো কেন ? সে বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন নওশাদ।

সাবির আহমেদও জানিয়েছেন, গবেষণা সংক্রান্ত কাজে আমি ২০০৫ সালের পর থেকেই আরটিআই (রাইট টু ইনফরমেশন) আইনে প্রশ্ন পাঠিয়ে কাজ করে আসছি। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উত্তর না দেওয়ার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। নানা অসিলায় উত্তর আসে না, কিন্তু এবারের কারণটা এই প্রথমবার দেখলাম, আমার নাগরিকত্বের প্রমাণ চাওয়া হল। জানা গিয়েছে, গবেষণামূলক কাজের জন্য সাবির আহমেদ রাজ্যের ২৩টি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ছাত্র, শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্মীদের তথ্য, এসসি, এসটি, ওবিসি, সাধারণ, সংখ্যালঘু এরকম কোনও সামাজিক অবস্থান থেকে তাঁরা এসেছেন ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে জানতে চেয়েছিলেন তথ্যের অধিকার আইনে। এর জবাব আসার বদলেই তাঁর নাগরিকত্বের প্রমাণ চাওয়া হয়েছে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পক্ষ থেকে। প্রতীচী ট্রাস্টের গবেষক হিসাবে তাঁর পরিচিতি সত্ত্বেও সাবির আহমেদের কাছে যদি নাগরিকত্বের প্রমাণ চাওয়া হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ তথ্যের অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য জানবেন কীভাবে? এই প্রশ্নও দেখা দিয়েছে। তবে, ৬ ডিসেম্বর অবশেষে গবেষক হওয়ার কারণে নাগরিকত্ব প্রমাণ ছাড়াই আরটিআইয়ের উত্তর দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ।

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল

(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

আশ শিফা

ASHSHEEFA HOSPITAL

হসপিটাল

সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

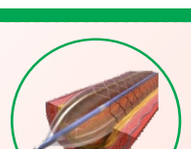

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

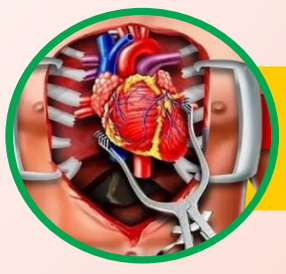

ওপেন হার্ট সার্জারি

- হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)
- জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।
- শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

প্রথম নজর

রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে নমিনেশন জমা দিলেন ঋতব্রত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: সোমবার বিধানসভায় রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে নমিনেশন জমা দিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ ও রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, নির্মল ঘোষ সহ অন্যান্যরা। আরজি কর-কাণ্ডের জেরে রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন জহর সরকার। সেই আসন এতদিন ফাঁকা ছিল। তবে সাংসদ হিসাবে আরও ১৫ মাসের মেয়াদ বাকি ছিল জহরের। এবার সংসদের উচ্চকক্ষে সেই শূণ্য আসনের জন্যে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করে রাজ্যের তৃণমূল সরকার। শনিবার সমাজ মাধ্যমে তৃণমূলের তরফে এমনটা ঘোষণা করা হয়। রাজ্যসভার উপনির্বাচন আসন্ন, তাই উপনির্বাচনের প্রাক্কালেই শূন্য সাংসদ আসনের জন্যে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করে রাজ্যের শাসক দল।

আবাসের ঘর না পাওয়ায় পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: আবাস যোজনায় ঘর না পাওয়ার প্রতিবাদে এবং জল ও নিকাশির দাবিতে হাওড়ার ডোমজুড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ। সোমবার ডোমজুড়ের সলপ-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ডাঁসি ডাসপাড়া পোলধার ৫৫ নম্বর পার্টে ওই বিক্ষোভ হয়। এলাকায় দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যা, ড্রেনের সমস্যা এবং আবাস যোজনার ঘর না পাওয়াকে কেন্দ্র করে এদিন পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় ডোমজুড় থানার পুলিশ। পুলিশ এসে গ্রামবাসীদের আশ্বাস দিলে অবরোধ ওঠে। তবে বেশ কিছুক্ষণ অবরোধের জেরে এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়।

ফুরফুরায় পীর মোস্তফার ঈসালে সওয়াব

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা

আপনজন: রবিবার ফুরফুরা শরীফের মাজারের পাশে হযরত পীর হাজি মোস্তফা মাদানির ঈসালে সওয়াবে অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে ওয়াজ নসিহত করেন পীরজাদা উজায়ের সিদ্দিকী। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন তালিমুল ইসলাম সিদ্দিকী । পীরসাহেবের বংশধর সহ গ্রামের জলসা কমিটির দায়িত্বশীল সদস্যরা সভার আয়োজন করেছিল। দাদা হুজুর পীর রহ, এঁর সপ্তম পূর্ব পুরুষ মাদানি হুজুর। তাঁর জন্মস্থান ফুরফুরায় মিঞা মহল্লায় হলেও তিনি সমাধিস্থ রয়েছেন মেদিনীপুরের কলেজ মাঠের কাছে। যেখানে ফি বছর ঐতিহ্যবাহী ঈসালে সওয়াব ফুরফুরা শরীফের পীর পরিবার ও জলশা কমিটির পরিচালনায় ১০ বৈশাখ নির্ধারিত পালিত হয়।

লাভপুর খুন কাণ্ডে অভিযুক্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: লাভপুরের তৃণমূল নেতা সাগর শেখ কে বোমা মেরে খুন করার ঘটনায় ফের এক অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দণ্ডিত করল বোলপুর মহকুমা আদালত। এই ঘটনায় পুলিশের খাতায় মোট ১৫ জন অভিযুক্ত। ইতিমধ্যেই ৬জন যাবজ্জীবন কারাদন্ডে সাজা ভোগ করছেন। বাকিরা এ যাবৎ ফেরার রয়েছেন। ২০১৮ সালে আগস্ট মাসে ঈদের বাজার করে মেয়েকে নিয়ে কীনাহার থেকে কাজীপাড়া ফিরছিলেন তৃণমূল নেতা সাগর শেখ। মাঝ রাস্তায় কান্দরকুলে গ্রামে নদী বাঁধের উপর দুষ্কৃতীরা বোমা মেরে খুন করে তৃণমূল নেতা সাগর কে। নিহত সাগর শেখের ভাই শেরআলী শেখের বয়ানের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত প্রক্রিয়া চালায়। সাগর খুনের ঘটনায় পুলিশের খাতায় মোট অভিযুক্ত ১৫ জন। ইতিমধ্যেই ৬ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে সাজা ভোগ করছেন। তার মধ্যে গত শনিবার দুই অভিযুক্ত সুজন শেখ ও তোজি শেখ কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শনিবার তাদের বোলপুর আদালতে তোলা হলে সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে তোজিকে বেকুসুর খালাস করলেও সুজনকে দোষী সাব্যস্ত করে বিচারক। সোমবার তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করল বোলপুর আদালত জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী।
সাগর শেখ খুনের পর ছয় বছর ধরে বিভিন্ন রকম ধরে অভিযুক্তরা চাপ দিচ্ছিল তৃণমূল নেতা শাহীন কাজিসহ নিহিত সাগরের পরিবারকে। ঘটনায় অন্যতম মূল অভিযুক্ত সুজন শেখ গ্রেপ্তার হয়ে যাবজ্জীবন সাজা হওয়ায় খুশি এই ঘটনার সাথে রিলেটেড সকলেই। এমনটাই জানিয়েছেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি শাহিন কাজী।

বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণে মৃত ৩

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: গভীর রাতে বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল গোটা এলাকা, আর সেই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিন জনের। এবার বোমা বাঁধতে গিয়ে মৃত্যু তিন জনের,আহত আরো দুই জন বলে সূত্রে খবর।স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় রাতের অন্ধকারে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সাগরপাড়া থানার সাহেবনগর অঞ্চলের খয়ের তলার মামুন মোল্লার একটি পাকা বাড়িতেই বোমা তৈরীর কাজ চলছিল আর সেই সময় হঠাৎ বোমা বিস্ফোরণে একটা আস্ত পাকা বাড়ি উড়ে যাই যার জেরে গুরুতর আহত হয় তিনজন ঘটনায় স্থানীয়রা তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তাদের মৃত্যু হয় তিনজনের। মৃতরা হলেন মামুন মোল্লা,সাকিরুল সরকার ও মুস্তাকিন সেখ সকলের বাড়ি সাহেব নগর অঞ্চলে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। তবে কি কারনে এত পরিমাণে বোমা বাধার কাজ চলছিল এর পেছনে কোন রাজনৈতিক কারণ না অন্য কোন কারণ রয়েছে তার তদন্ত ইতিমধ্যে শুরু করেছে সাগর পাড়া থানার পুলিশ। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং মৃত্যুর ঘটনায় শোকেসায় নেমে এসেছে মৃতের পরিবারে।
বাড়িওয়ালা মামুন মোল্লা রবিবারই তার স্ত্রীকে বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন তারপরেই রাত্রিতে বোমা বাধা কাজ শুরু করে আর তখনই বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় বাড়িওয়ালা সহ আরো দুই জনের।

বিডিও অফিস ঘেরাও যুব ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোলাঘাট

আপনজন: কোলাঘাট বিডিও অফিস ঘেরাও ডেপুটেশান কর্ম সূচী নিল সারা বাংলা সংখালঘু যুব ফেডারেশান এর কোলাঘাট ব্লক কমিটি।ডেপুটেশান দিতে এসে যুব ফেডারেশান এর সম্পাদক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন সংখ্যালঘু উন্নয়নে বরাদ্দ টাকা মুসলিম এলাকায় খরচ করা হচ্ছে না,সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলি একের পর এক আক্রান্ত হচ্ছে সেই সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘুদের টার্গেট করে আক্রান্ত করা হচ্ছে,সংশোধনী ওয়াকফ বিলের মাধ্যমে মুসলিমদের সম্পদ হরণের যে চেষ্টা কেন্দ্রে মোদি সরকারের তার বিরুদ্ধে এই স্মারকলিপি প্রদান বিডিও নিকট প্রদান। উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের এর সহ-সম্পাদক সেখ আলি আকবর রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি সেখ ফজলুর রহমান,পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সম্পাদক সেখ হামিদুল হোসেন,সেখ সাজাহান,সেখ মনিরুল হক,সংগঠনের কোলাঘাট ব্লকের সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সম্পাদক সেখ জাহাঙ্গীর হোসেন সহ জেলা ও ব্লক নেতৃত্বে গণ।

মুর্শিদাবাদের মাটিতে তৈরি হবে বাবরি মসজিদ: হুমায়ুন কবির

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা অথবা রেজিনগর এলাকায় তৈরি হবে বাবরি মসজিদ। সোমবার বিধানসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ কথা জানান তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। কমপক্ষে দু একর জায়গা কেনা হবে। তার থেকে বেশি জায়গাও হতে পারে। এর জন্য ২০০ জনেরও বেশি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হবে। সেই ট্রাস্ট ২০২৫ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে বাবরি মসজিদ তৈরীর কাজ শুরু করবে। এরপর সেই মসজিদ তৈরি করতে পাঁচ বছর সময় লাগতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলায় সবচেয়ে বেশি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনের বসবাস। তাদের ধর্মের ভাবাবেগের কথা চিন্তা করে মুর্শিদাবাদ জেলাতে এই বাবরি মসজিদ স্মৃতি সৌধ তৈরি করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
সাংবাদিকদের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর আরও জানান,
বেলডাঙায় বা রেজিনগর অর্থাৎ বহরমপুর থেকে কিছুটা দূরে কোন স্থানে এই বাবরি মসজিদ তৈরি করব। ২০২৫ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে কাজ শুরু করব।
তিনি জানান,আমার নিজের জমি বিক্রি করে ১ কোটি টাকা দেব এই মসজিদ তৈরি করার জন্য। তৃণমূল বিধায়ক দাবি করেন, মুর্শিদাবাদ মালদা ও তোর দিনাজপুর জেলায় সবচেয়ে বেশি মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনের বাস পশ্চিমবঙ্গে।
সেখানে উত্তরপ্রদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনের বসবাসের সংখ্যা অতি নগণ্য।
অথচ গোটা মুর্শিদাবাদ এলাকায় ৭৫% মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনের বসবাস।তাঁদের ভাবাবেগকে স্বীকৃতি দিয়ে এই মসজিদ তৈরি করব আমি।
তিনি আরো দাবি করেন, ইতিমধ্যে রবিবার একটি জলসায় গিয়ে বাবরি মসজিদ তৈরি করার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। কারণ ছয়ই ডিসেম্বর দিনটি এলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেন মানসিকভাবে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটি তাদের কাছে বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে।
ইতিমধ্যে আদালতের নির্দেশে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ তৈরি করার জায়গা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে যে ট্রাস্ট রয়েছে তারা এই নতুন মসজিদ তৈরি করার ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত এখনো অতি গ্রহণ করেনি। তাই অযথা বিলম্ব হওয়ায় এবার পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বাবরি মসজিদ তৈরির সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন বলে হুমায়ুন কবীর দাবি করেন।

চুঁচুড়ায় বকেয়া বেতনের দাবিতে অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা আন্দোলনে

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভায় অস্থায়ী সাফাই কর্মীদের দু'মাসের বকেয়া মজুরি নিয়ে শুরু হওয়া আন্দোলন এখন বড়সড় সমস্যায় রূপ নিয়েছে। অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা তাদের ন্যায্য মজুরির দাবিতে পয়লা ডিসেম্বর থেকে সাফাই কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। এর ফলে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ময়লার স্তূপ জমে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এমন অবস্থায় রাজ্যের পৌর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের নোডাল এজেন্সি সুডা (SUDA)-র নিযুক্ত কর্মীদের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে অস্থায়ী সাফাই কর্মীদের বিরুদ্ধে।পৌরসভার অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা অভিযোগ করেছেন, দু'মাস ধরে তাদের বেতন মেলেনি। বেতন না পাওয়ার কারণে তারা কর্মবিরতি পালন করছেন।
অন্যদিকে, সুডার নিয়োগকৃত কর্মীরা বাড়ি বাড়ি থেকে পচনশীল ও অপচনশীল আবর্জনা সংগ্রহের কাজ করছেন। কিন্তু সেই কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, অস্থায়ী কর্মীরা সুডার গাড়িগুলো আটকে দিয়েছেন, আবর্জনা রাস্তায় ফেলে দিয়েছেন এবং কিছু ক্ষেত্রে গাড়ি উল্টে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটিয়েছেন। অস্থায়ী সাফাই কর্মীদের প্রতিনিধিত্বকারী রাধেশ্যাম শঙ্খ বণিক দাবি করেছেন, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তিনি বলেন, সুডার কর্মীরাও গত দু'মাস ধরে মজুরি পাননি এবং তারা তাদের আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে। তিনি আরও জানান, কিছু কাউন্সিলর তাদের দিয়ে কাজ করানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, ভ্যাট থেকে ময়লা তোলার জন্য নির্ধারিত নয় এমন গাড়িগুলো আটকে দেওয়া হয়েছে, কারণ সেগুলো নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার করা হচ্ছে না।সুডার কর্মীরা অভিযোগ করেছেন যে, তারা কাজ করার সময় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তাদের কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং এর ফলে তারা সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না। পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে তারা সদর মহকুমা শাসকের কাছে নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। পৌরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল জয়দেব অধিকারী এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ঘটনাস্থলে যান। তিনি বলেন, সুডার কর্মীদের কাছ থেকে বিষয়টি জানার পর আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, সমস্যার সমাধান বের করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে হুগলি চুঁচুড়া শহরে সাফাই কাজ প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতি নিয়ে পৌরসভা, অস্থায়ী কর্মী, এবং সুডার মধ্যে সমন্বয় ও আলোচনা প্রয়োজন। কর্মীদের বকেয়া মজুরি দ্রুত মেটানোর পাশাপাশি উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ এড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। শহরের বাসিন্দাদের দুর্ভোগ কমাতে পৌরসভাকে তৎপর হতে হবে এবং সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
এছাড়া কর্মীদের সুরক্ষা এবং ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়া শহরের সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি।

মীমাংসা করতে গিয়ে পঞ্চায়েত সদস্যের উপরে হামলার অভিযোগ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মীমাংসা করতে গিয়ে পঞ্চায়েত সদস্যের উপরে হামলার অভিযোগ পঞ্চায়েতের সচিবের।মালদহের হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা।পঞ্চায়েত দপ্তরের অস্থায়ী মহিলা কর্মীর সাথে পরকীয়া গ্রাম পঞ্চায়েত সচিবের। তা ঘিরে বিবাদ চরম পর্যায়ে।আর সেই বিবাদের মীমাংসা বসলো তৃণমূল কংগ্রেস নেতার বাড়িতে। আর সেই সালিশি সভায় পঞ্চায়েত সচিবের দাদাগিরি আগ্নেয়াস্ত্র হাতে। সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পরল সেই ছবি। ভাঙচুর করা হলো বাড়ি ও গাড়ি বাড়িতে ইট পাটকেল ছুড়া হয়। মালদহের হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচন্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের সালাইডাঙ্গা এলাকার ঘটনা।
সালিশি সভা বসে গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেস সদস্য রাজিব মন্ডলের বাড়িতে রবিবার রাত্রে পঞ্চায়েত সচিব সুদীপ্ত সিনহার পরকীয়া প্রেমের বিবাদের জন্য সালিশি সভা বসানো হয়।। আর সেই সালিশি সভায় দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় বাক বিতন্ডা শুরু হয়। এরপরই দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয়ে যায় হাতাহাতি। ঠিক সেই সময় সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব আগ্নেয়াস্ত্র হাতে দাদাগিরি শুরু করে।এর মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার, পঞ্চায়েত সদস্য রাজিব মন্ডলের, একটি গাড়ি এবং বাড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য তথা ও তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রাজিব মন্ডলের অভিযোগ, প্রেম গঠিত একটি বিষয় নিয়ে মীমাংসা ডাকা হয়েছিল তার বাড়িতে। কিন্তু কোন সালেসি সভা বসেনি।
মীমাংসা শেষ হবার পর হঠাৎই,পঞ্চায়েত সচিব সুদীপ্ত সিনহার উপস্থিতিতে, স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পীযুষ মণ্ডলের নেতৃত্বে দুষ্কৃতীরা তার বাড়িতে হামলা চালাই বলে অভিযোগ । যদিও এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন ওই তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পীযুষ মন্ডল। তার পাল্টা দাবি এই রাজিব মন্ডল প্রধানের স্বাক্ষর জাল করে জমি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এই নিয়ে তিনি অভিযোগ করায় তাকে মিথ্যা করে ফাঁসানো হচ্ছে। তবে যদিও এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমে কিছু বলতে চাননি সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব সুদীপ্ত সিনহা।ঘটনা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হবিবপুর থানার পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনা নিয়ন্ত্রণ আনতে এলাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট।

পানীয় জল প্রকল্পের সূচনা বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যানের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রকল্পের সূচনা করলেন বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান। এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে এদিন ওই এলাকায় বিশুদ্ধ পানির জল প্রকল্পের শুভ সূচনা করাহয়। জানা গিয়েছে, বালুরঘাট পুরসভার ২৫ নং ওয়ার্ডের সুকান্ত কলোনি এলাকায় বসানো হয়েছে এই ঠান্ডা ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের মেশিনটি। এদিন এই প্রকল্পের শুভ সূচনা লগ্নে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র,২৫ নং ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি প্রলয় কুমার সরকার সহ আরো অনেকে। এবিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র জানান, বালুরঘাট পৌরসভার ২৫ টি ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছানোর কাজের প্রায় ৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। তার পাশাপাশি আমরা বালুরঘাট পৌরসভার ২৫ টি ওয়ার্ডে একটি করে বিশুদ্ধ পানীয় জলের মেশিন বসানোর কাজ শুরু করেছি। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই আজ ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে এটি বিশুদ্ধ পানীয় জলের মেশিন বসানো হল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বন দফতরের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সোনামুখী বনদপ্তরের উদ্যোগে কাষ্ঠসাঙ্ঘা গ্রামে অনুষ্ঠিত হল বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। আবারও মানবিক মুখের পরিচয় দিল সোনামুখী বনদপ্তর । অসহায় সাধারণ মানুষদের কথা চিন্তা করে সোনামুখী বনদপ্তরের উদ্যোগে কাষ্টসাঙ্ঘা গ্রামে অনুষ্ঠিত হলো বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির । এ দিনের স্বাস্থ্য শিবিরে কয়েকশ সাধারণ মানুষ নিজেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান । সোনামুখী জঙ্গল লাগোয়া এই গ্রামে কয়েকশো মানুষের বসবাস । ফলে প্রতিনিয়ত সোনামুখী গ্রামীণ হাসপাতালে এসে অনেক সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো সম্ভব হয়ে ওঠেনা । তাই সেই সমস্ত মানুষরা এদিন স্বাস্থ্য শিবিরে এসে নিজেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান । ডক্টর চিন্ময় গায়েন ও ডক্টর সঞ্চিতা সাহা দিনভর কয়েকশো সাধারন মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন । সোনামুখী বনদপ্তরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষ । এ বিষয়ে সোনামুখী রেঞ্জ অফিসার নিলয় রায় জানান, সাধারণ মানুষদের স্বাস্থ্যের মান উন্নয়নের জন্য প্রতিবছর আমাদের এই ধরনের ক্যাম্প হয়ে থাকে।

ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূল আইনজীবী সংগঠনের জয়লাভ

নকিব উদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের ডায়মন্ড হারবার ফৌজদারী আদালতে বার অ্যাসোসিয়েশন এর নির্বাচনে জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থিত আইনজীবীরা।
তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থিত আইনজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থিত আইনজীবী। সংগঠনের ৯ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা অংশগ্রহণ করলে বিরোধী কোন আইনজীবীরা তারা নমিনেশন ফাইল করেনি ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৯ জন আইনজীবী জয়লাভ করেন যেখানে সভাপতি হয় কিংকর দাস ,সহ-সভাপতি নিয়ামতুল্লাহ সরদার, সম্পাদক পিতবাস মন্ডল, সহ-সম্পাদক মানষ দাস ও কামাল হাসান সাহা। কালচারাল সম্পাদক হয় বিজয় মন্ডলও সহসম্পাদক টুম্পা বিশ্বাস কোষাধক্ষ্য হয় জয়দীপতা সরকার।
জয়ের পরে ঘটনাস্থলে যান ডায়মন্ডহারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার বিধায়ক পান্নালাল হালদার বলেন বর্তমান সরকার ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়মন হারবারে যেভাবে উন্নয়ন করেছে সর্বস্তরে মানুষের পাশে আছেন সাংসদ সেই কারণে আইনজীবীদেরও পাশে সাংসদ বরাবরী ছিলেন ভবিষ্যতে থাকবেন তাই বারের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করবেন নতুন এই সংগঠন।

সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা রুখে দিল পুলিশ ও সমাজসেবী

মতিয়ার রহমান ● আকড়া

আপনজন: রবিবার রাত সাতটায় এক যুবক রং নিয়ে আকড়ার ব্যস্ততম রাস্তায় কিছু অপ্রীতিকর এবং উস্কানিমূলক কথাবার্তা লেখার চেষ্টা করছিল। সেই সময় কিছু মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন বিষয়টি দেখে ছেলেটিকে বাধা দেয় এবং বলে যে এলাকায় শান্তি সম্প্রীতি ধ্বংস করার তিনি যে অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সেটা তারা কোনভাবে মেনে নেবে না। সেই ঘটনার খবর আকড়ার বিমিষ্ট ব্যবসায়ী তথা সমাজসেবী শফিক আহমেদ মোল্লার কানে যায়। এই ঘটনাকে ঘিরে যাতে সাম্প্রদায়িক কোনও অস্থিরতা সৃষ্টি না হয় তার জন্য তিনি সাথে সাথেই মহেশতলা থানায় খবর দেন। এরপর দ্রুততার সঙ্গে মহেশতলার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছন। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই জন্য এখন ওখানে মোতায়েন রয়েছে পুলিশ ওর আধা সামরিক বাহিনী। শফিক আহমেদ মোল্লা ঘটনাস্থলে গিয়ে বলেন, যে মমতার বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা এবং হিংসার কোন স্থান নেই। এই শান্ত বাংলাকে যারা অশান্ত করতে চাইবে তাদের কোনোভাবে রেয়াত করা হবে না।

প্রথম নজর

উমরাহ পালনকারীদের জন্য সৌদি আরবের নতুন নির্দেশনা

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবে উমরাহ পালনের সময় আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছে সরকার। সেই সঙ্গে সংক্রমিত ব্যক্তিদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা ও ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার সময় নির্ধারিত স্থানে চুল কাটানোর পরামর্শ দিয়েছে দেশটির হজ ও উমরা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় অননুমোদিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লেনদেন না করাও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ অফিসের সঙ্গে লেনদেন করার নির্দেশনা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এক্স প্ল্যাটফর্মে দেওয়া পোস্টে মন্ত্রণালয় বলেছে, যেকোনো ধরনের আর্থিক লেনদেনের সময় ব্যবসার লাইসেন্স ও মুদ্রা বিনিময় হার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করুন। পাশাপাশি লেনদেনের সঠিক প্রমাণ রাখার জন্য প্রাপ্তি রসিদ সংগ্রহ করায় জোর দেওয়া হয়েছে। চলমান উমরাহ মৌসুম শুরু হয়েছে গত জুন মাসে হজ শেষ হওয়ার পর। প্রতি বছর সারা বিশ্বের লাখ লাখ মুসলিম সৌদি আরবে উমরা পালনের জন্য আসেন। গত বছর ১.৩ কোটি মুসলিম উমরা পালন করেছেন। এই সংখ্যা আগামী বছরে ১.৫ কোটিতে উন্নীত করার পরিকল্পনা করেছে সৌদি সরকার।
উমরাহ পালনের জন্য সৌদি আরব সম্প্রতি বেশ কিছু সুবিধা চালু করেছে। বিভিন্ন ধরনের প্রবেশ ভিসাধারী, যেমন ব্যক্তিগত, ভ্রমণ, বা পর্যটন ভিসা ব্যবহার করেও এখন উমরাহ পালন এবং মদিনার মসজিদে নববির রওজা শরিফ জিয়ারত করা যাচ্ছে। এ ছাড়া উমরাহ ভিসার মেয়াদ ৩০ দিন থেকে বাড়িয়ে ৯০ দিন করা হয়েছে। নারীদের জন্য পুরুষ অভিভাবক বাধ্যবাধকতাও তুলে নেওয়া হয়েছে, যা নারী যাত্রীদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

আর্থিক লেনদেনের সতর্কতামূলক পরামর্শ

শুধু অনুমোদিত মানি এক্সচেঞ্জ অফিসের সঙ্গে লেনদেন করতে হবে। অননুমোদিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লেনদেন থেকে বিরত থাকুন।
কোনো আর্থিক লেনদেনের আগে ব্যবসার লাইসেন্স ও মুদ্রার বিনিময় হার যাচাই করুন। এটি আপনাকে প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করবে।
প্রতিটি লেনদেনের জন্য রসিদ নিন। এটি পরবর্তী কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় করণীয়

স্বাস্থ্যের প্রতি কোনো ধরনের অবহেলা না। খুব ঠাণ্ডা পানি পান না করা। সরাসরি এয়ার কন্ডিশনের কাছাকাছি অবস্থান না করা। কম বায়ু চলাচল করে এমন স্থানসমূহ এড়িয়ে চলা।
নির্ধারিত স্থানে চুল কাটানো। সেই সঙ্গে চুল কাটানোর আগে নিশ্চিত হওয়া, নাপিত স্বাস্থ্য নির্দেশাবলী মানছে কিনা। বিশেষ করে পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণু মুক্তকরণের উপকরণ থাকা।

ছেলেকে জাদুমন্ত্রের মাধ্যমে অসুস্থ করার সন্দেহে ১১০ জনকে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের চরম সহিংসতাপূর্ণ দেশ হাইতিতে ১১০ জনকে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে এক গ্যাং নেতার বিরুদ্ধে। ছেলেকে জাদুমন্ত্র করে অসুস্থ করা হয়েছে এমন সন্দেহ থেকে তিনি এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন, দেশটির ন্যাশনাল হিউম্যান রাইট ডিফেন্স নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। অধিকার গোষ্ঠী জানিয়েছে, নিহতদের সকলের বয়স ৬০ বছরের বেশি। তার সন্তান অসুস্থ হওয়ার পরে অভিযুক্ত ওই গ্যাং নেতা মোনেল মিকানো ফেলিক্স গণহত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। ন্যাশনাল হিউম্যান রাইট ডিফেন্স নেটওয়ার্ক (আরএনডিডিএইচ) জানায়, ছেলে অসুস্থ হওয়ার পরে প্রথমে তিনি একজন পুরোহিতের কাছে গিয়েছিলেন। ওই পুরোহিত তাকে জানান, তার ছেলেকে জাদু করা হয়েছে এবং এ ঘটনার জন্য এলাকার বয়স্ক ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করেন। এর পরেই গ্যাং সদস্যরা গত শুক্রবার অন্তত ৬০ জনক এবং শনিবার ৫০ জনসহ মোট ১১০ জনকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে। গত সপ্তাহের শেষে হাইতির রাজধানী পোর্ট-অ-প্রিন্সের 'সিতি সুলেই' নামে এক বস্তিতে এই হত্যাকাণ্ড চালানো হয়।
ঘনবসতিপূর্ণ বস্তিটি হাইতির সবচেয়ে দরিদ্র এবং সবচেয়ে সহিংস এলাকাগুলোর মধ্যে একটি। মোবাইল ফোন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞাসহ কঠোর গ্যাং নিয়ন্ত্রণের কারণে এই গণহত্যা সবার সামনে আসেনি।
ফেলিক্স ওয়ার্ফ জেরেমি গ্যাংয়ের প্রধান ছিলেন। ২০২২ সালে প্রতিবেশী ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র তার প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেয়।

বিশ্বে মাত্র দু'জন নেতা আছেন: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: বর্তমানে বিশ্বে মাত্র দুইজন নেতা আছেন বলে দাবি করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান। এরদোগান বলেছেন, বর্তমানে বিশ্বে অভিজ্ঞ নেতা আছেন মাত্র দু'জন। আমি নিজে এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আমি এটা এজন্য বলছি না যে, এর মধ্যে আমি নিজেও আছি।
তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ ২২ বছর ধরে ক্ষমতায় আছি, পুতিনের প্রায় কাছাকাছি। অন্যরা চলে গেছেন। এবং আমরা চাই আমাদের মধ্যে সংলাপ অব্যাহত থাকবে।
রাজনীতিতে সংলাপ অব্যাহত রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ধরুন, জার্মান চ্যান্সেলর এঙ্গেলা মার্কেলের পদত্যাগের পর জার্মানিতে রাজনীতিও শেষ হয়ে গেছে।
এরদোগান আরো বলেন, জার্মানির সাবেক চ্যান্সেলর গারহার্ড শ্রোয়েডরকে তিনি খুব সম্মান করতেন। আমাদের প্রতিও তার সম্মান বোধ ছিল ভিন্ন রকমের এবং সত্যিই তিনি ছিলেন খুব ভালো একজন নেতা। যেমন ধরুন- রমজানের সময় তিনি আমাদের ইফতারির টেবিলে বসে কখনো বিয়ার পান করতেন না। তিনি মুসলমানদের প্রতি খুব সম্মান দেখাতেন।
তুরস্কের নেতা বলেছেন, শ্রোয়েডরের সঙ্গে আমাদের সংলাপ এখনো চলে এবং তিনি মাঝে মাঝে তুরস্ক সফরে এলে তখনো তার সঙ্গে আমাদের সংলাপ বা আলাপ-আলোচনা হয়।

বাশার আল-আসাদের পতন বদলে দেবে মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার বিদ্রোহীরা দেশটির উত্তর-পশ্চিমের ইদলিবে তাদের ঘাঁটি থেকে সরকারবিরোধী বিস্ময়কর অভিযান শুরুর পর বহু বছরের শাসন শেষে বাশার আল-আসাদের পতন হয়েছে। কিন্তু মাত্র এক সপ্তাহ আগেও এটি ছিল অচিন্তনীয়। এটাই সিরিয়ার জন্য টার্নিং পয়েন্ট। ২০০০ সালে বাবার মৃত্যুর পর ক্ষমতায় এসেছিলেন বাশার আল-আসাদ এবং দেশ শাসন করেছেন তার বাবার মতোই শক্ত হতে। উত্তরাধিকার সূত্রেই তিনি শক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং দমনপীড়নমূলক রাজনৈতিক কাঠামো পেয়েছেন, যেখানে বিরোধীদের প্রতি কোনো ধরনের সহনশীলতা ছিল না। প্রথম দিকে একটি প্রত্যাশা ছিল যে তিনি হয়তো ভিন্ন হবেন- আরো খোলামেলা, তুলনামূলক কম নিষ্ঠুর। কিন্তু সেগুলো বেশি দিন টিকেনি। ২০১১ সালে তার সরকারের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলন নৃশংসভাবে দমনের জন্য তাকে সবসময়েই মনে রাখা হবে। ওই ঘটনাই সিরিয়াকে গৃহযুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়।
এই যুদ্ধে পাঁচ লাখেরও অধিক মানুষ মারা যায় এবং শরণার্থীতে পরিণত হয় অন্তত ৬০ লাখ মানুষ। রাশিয়া ও ইরানের সহযোগিতা নিয়ে তিনি বিদ্রোহীদের দমন করে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন। রাশিয়া তার বিমানশক্তি ব্যবহার করেছিল আর ইরান তার সামরিক উপদেষ্টা পাঠিয়েছিল সিরিয়ায়। পাশাপাশি ইরান-সমর্থিত লেবাননের হিজবুল্লাহ তাদের প্রশিক্ষিত যোদ্ধাদের মোতায়েন করেছিল। কিন্তু এর কিছুই এবার ঘটেনি। তার সহযোগীরা নিজেদের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত। তারা বাশার আ-আসাদকে কার্যত পরিত্যাগ করেছে। অথচ তার সৈন্যরা এদের সহযোগিতা ছাড়া অক্ষম। কিছু ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের থামাতে কার্যত তারা ছিল অনিচ্ছুক। এই বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিয়েছে হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস)।
গত সপ্তাহে প্রথমে তারা আলেপ্পো দখল করে, কার্যত কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই। এটি সিরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। এর কয়েক দিন পরেই হামা, হোমস শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখলে নেয়। অন্যদিকে পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকেও এগিয়ে আসছিল বিদ্রোহীরা। ফলে অভিযানের একপর্যায়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে দামেস্ক। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিদ্রোহী যোদ্ধারা রাজধানীতে প্রবেশ করে, যা ছিল বাশার আল-আসাদের ক্ষমতার কেন্দ্র। তবে আসাদ পরিবারের পাঁচ দশকের শাসনের অবসান আঞ্চলিক ক্ষমতার ভারসাম্যকে বদলে দিতে যাচ্ছে। সিরিয়ায় এই পরিবর্তনের ফলে এই অঞ্চলে ইরানের প্রভাব বড় ধরনের ধাক্কা খেলো। বাশার আল-আসাদের অধীনে সিরিয়া ছিল ইরানিদের সাথে হিজবুল্লাহর যোগাযোগের অংশ। হিজবুল্লাহকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠানোর জন্য এটা ছিল মূল পথ। ইরান-সমর্থিত আরেকটি গোষ্ঠী হলো ইয়েমেনের হাউছি। তারা বারবার বিমান হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। এসব গোষ্ঠীর সাথে ইরাকের মিলিশিয়া এবং গাজার হামাস- সব মিলিয়েই তেহরানের ভাষায় 'প্রতিরোধের অক্ষ', যা বর্তমানে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এখন ওই অঞ্চলের নতুন চিত্র নিয়ে ইসরাইলে উদযাপন হবে, যেখানে ইরানকে দেখা হবে অস্তিত্বের হুমকি হিসেবে। অনেকে বিশ্বাস করেন, বিদ্রোহীদের এবারের অভিযান তুরস্কের আশীর্বাদ ছাড়া হয়নি। তারা অবশ্য সিরিয়ার কিছু বিদ্রোহীদের সমর্থন দিলেও এইচটিএসকে সমর্থনের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। কিছু সময়ের জন্য তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগান কূটনৈতিক সমাধানের জন্য আলোচনায় বসার চাপ দিয়েছেন, যাতে করে সিরিয়ার শরণার্থীরা নিজ দেশে ফিরতে পারে। কমপক্ষে ৩০ লাখ সিরিয়ান শরণার্থী তুরস্কে অবস্থান করছে। এটা স্থানীয়ভাবে এখন স্পর্শকাতর ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বাশার আল-আসাদ তা করতে রাজি হচ্ছিলেন না। ফলে এখন আসাদের বিদায়ে অনেকেই খুশি। এইচটিএসের উৎস হলো আল-কায়েদা এবং তাদের একটি সহিংস অতীত আছে। তারা গত কয়েক বছর ধরে জাতীয়তাবাদী শক্তি হিসেবে তাদের পরিচিত করানোর চেষ্টা করে আসছিল। তাদের সাম্প্রতিক বার্তাগুলোর মধ্যে কূটনৈতিক ও সমঝোতামূলক সুর আছে। কিন্তু বহু মানুষই আছেন যারা এতে আশ্বস্ত নন এবং তারা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এই ভেবে যে, সরকার উৎখাতের পরই আসলে করণীয় ঠিক করবে বিদ্রোহীরা। একই সময়ে নাটকীয় এই পরিবর্তন ক্ষমতার বিপজ্জনক শূন্যতার দিকে ঠেলে দিতে পারে এবং এর ফলে আরো নৈরাজ্য, এমনকি আরো সহিংসতার জন্ম দিতে পারে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ টোঙ্গার প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ টোঙ্গার প্রধানমন্ত্রী সিওসি সোভালেনি আকস্মিকভাবে পদত্যাগ করেছেন। সোমবার দেশটির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সংসদ কর্মকর্তাদের বরাতে সংবাদমাধ্যম এএফপি এ তথ্য জানিয়েছে। পার্লামেন্টের কর্মকর্তা রোন্ডা হুফাঙ্গা এএফপিকে বলেন, প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন তবে আমরা নিশ্চিত নই যে এরপর কী হবে। প্রধানমন্ত্রী সিওসি সোভালেনি পার্লামেন্টকে বলেছিলেন, আইন প্রণেতারা অনাস্থা ভোটে তার ভবিষ্যত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ঠিক কিছুক্ষণ আগে তিনি পদত্যাগ করবেন। সোভালেনির পদত্যাগের বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক মুখপাত্র এএফপিকে নিশ্চিত করেছেন। ১৯ শতকের শেষের দিক থেকে টোঙ্গায় একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র চালু আছে। দেশটির রাজপরিবার তাদের কিছু ক্ষমতা ধীরে ধীরে ত্যাগ করেছে, টোঙ্গান রাজা এবং তার সহকর্মী সম্ভ্রান্তরা যথেষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে রয়ে গেছেন।
২০০৬ সালে গণতন্ত্রপন্থীদের বিক্ষোভের পর সংবিধান সংশোধন করে। সেই সময়ে, টোঙ্গান রাজা দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান এবং সামরিক কমান্ডার-ইন-চীফ হিসাবে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। যদিও রাজতন্ত্র শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত আইন প্রণেতাদের একটি মন্ত্রিসভায় তার অনেক দায়িত্ব হস্তান্তর করতে সম্মত হয়েছিল, তবে এর ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে কমানো হয়নি।
টোঙ্গার বংশানুক্রমিক রাজপরিবার এখনো দেশের ২৬ আসনের আইনসভায় নয়জন সদস্য নির্বাচন করে। সোভালেনি ২০১৪ সালে প্রথম সংসদে নির্বাচিত হন এবং ২০১৪-১৭ থেকে উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, তারপর ২০১৯ সালে শিক্ষামন্ত্রী হন। ২০২১ সালে তিনি নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত পালন করেন।

বাশারের 'আয়নাঘরে' বন্দী ছিলেন ১৩৭০০০ মানুষ

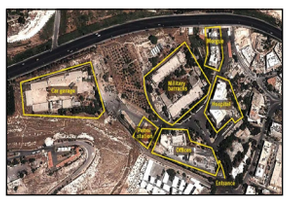

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদের কারাগারে বন্দী ছিল লাখো মানুষ। সম্প্রতি বিদ্রোহীরা দামেস্ক দখল করার পর বাশার আল-আসাদ পালিয়ে চলে যান রাশিয়ায়। তার পতনের পরপরই বিভিন্ন কারাগার থেকে হাজারো মানুষকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্ত হয়ে অনেকে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের কাছে যেভাবে নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, তাতে মনে হয়েছে–এ যেন আরেক আয়নাঘর। মুক্তি পাওয়াদের একজন নারী এখনো ভয়ে তার আসল নাম প্রকাশ করেননি। ছদ্মনামের হালা আল-জাজিরাকে বলেন, ২০১৯ সালে হামার একটি চেকপয়েন্ট থেকে তাকে আটক করা হয়। পরে 'সন্ত্রাসবাদের' অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এই নারীকে। সে সময় হাজার হাজার সরকারবিরোধীদের ওপর একই অভিযোগ আরোপ করা হয়েছিল বলে জানান তিনি। এরপর আলেপ্পোতে নিয়ে বিভিন্ন কারাগারে বন্দী রাখা হয়েছিল হালাকে। নিজের কারাবন্দী জীবনের নির্মম স্মৃতিচারণ করে এই নারী বলেন, আমাকে আমার নাম ধরে ডাকা হতো না, স্রেফ নম্বর দিয়ে ডাকা হতো। তাই আমার নাম ছিল ১১০০। আমরা বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে, এটি (বাশারের পতন) সত্যি এবং আমরা কোনো আলোর মুখ দেখতে পাব। আসাদ বিরোধী আন্দোলনকারী গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শামের (এইচটিএস) প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বললেন, আমাদের আনন্দ ছিল সীমাহীন, আমরা উলু ধ্বনি দিচ্ছিলাম এবং চিৎকার করছিলাম। মুক্তিদাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে হালা বলেন, ইচ্ছা করছিল, তাদের যদি আলিঙ্গন করে চুমু খেতে পারতাম!
পরিবারের কাছে পৌঁছানোর পর আনন্দ আরও বেড়ে গেল। এটা যেন আমার নতুন জন্ম।
এইচটিএস আলেপ্পোর যে কারাগার থেকে হালাকে মুক্তি দিয়েছে, সেটি বাশার আল-আসাদের সরকারের পরিচালিত কয়েকটি কারাগারের একটি মাত্র। মানবাধিকার সংগঠন সিরিয়ান নেটওয়ার্ক ফর হিউম্যান রাইটসের তথ্য অনুযায়ী, হালাসহ আল-আসাদের কারাগারে অন্তত ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬১৪ জন বন্দী ছিলেন। মূলত সিরিয়ার কারাগারগুলো ছিল বাশার আল-আসাদের শাসনকে টিকিয়ে রাখার অন্যতম মূল স্তম্ভ। মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছে, ২০১৩ সালে সিরিয়া থেকে গোপনে বের করে আনা অনেকে দেখিয়েছিল যে, সিরিয়ার সরকারি আটক কেন্দ্রে ব্যাপক নির্যাতন, অনাহার, প্রহার এবং রোগের ব্যাপক প্রমাণ আছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আসাদ সরকারের পতন, যা বলছে সৌদি

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পতনের পর নতুন সিরিয়ার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে সৌদি আরব। রোববার (০৮ ডিসেম্বর) দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, সিরিয়ার জনগণ এবং তাদের পছন্দের বর্তমান "সঙ্কটজনক পর্যায়ে" পাশে আছে সৌদি আরব।
এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "সিরিয়ার ইতিহাসের এই সংকটময় পর্যায়ে ভ্রাতৃপ্রতিম সিরিয়ার জনগণ এবং তাদের পছন্দগুলোর প্রতি সমর্থন নিশ্চিত করছে সৌদি। পাশাপাশি সিরিয়ার ঐক্য এবং এর জনগণের সংহতি রক্ষার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানাচ্ছে সৌদি আরব। যাতে দেশটিতে আরও বিশৃঙ্খলার দিকে ধাবিত হওয়া থেকে রক্ষা করা যাবে।"
বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে দেশটির জনগণকে সমর্থন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। তারা বলেছে, "বহু বছর ধরে ভ্রাতৃপ্রতিম সিরিয়ার জনগণের সহ্য করা ধ্বংসযজ্ঞ কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করতে হবে। সেখানে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়েছে এবং লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। সৌদি আরব ভ্রাতৃপ্রতিম সিরিয়ার জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, রক্তপাত রোধ করতে এবং সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সম্পদ সংরক্ষণের জন্য গৃহীত ইতিবাচক পদক্ষেপের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, এখন সময় এসেছে ভ্রাতৃপ্রতিম সিরিয়ার জনগণের প্রাপ্য মর্যাদাপূর্ণ জীবন উপভোগ করার।
নাগরিকদের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধির মাধ্যমে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠন করতে হবে। এছাড়া তাদের সব উপাদান দিয়ে অবদান রাখার এবং সিরিয়ার আরব ও আরবের মধ্যে তার সঠিক স্থান পুনরুদ্ধারেরও উপযুক্ত সময় এখন।
প্রসঙ্গত, সিরিয়ায় বিদ্রোহীদের দামেস্ক দখলের পর রোববার দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান বাশার আল-আসাদ। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী তিনি রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। বাশারের পালানোর খবর পেয়ে হাজার হাজার সিরিয়ানকে দামেস্কে জড়ো হয়ে বিজয় উদযাপন করতে দেখা গেছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৭মি.

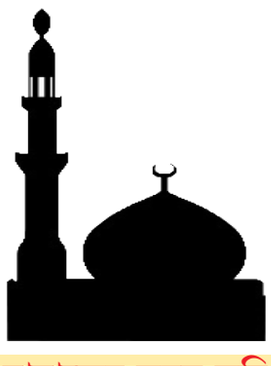

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪০	৬.০৬
যোহর	১১.৩৪	
আসর	৩.১৭	
মাগরিব	৪.৫৭	
এশা	৬.১২	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৮	

সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলা

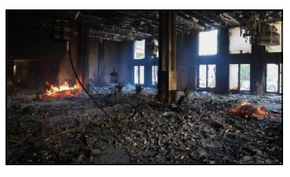

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার স্বৈরশাসক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর দেশটির বিভিন্ন স্থানে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্র। জানা গেছে, সিরিয়ায় জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) ৭৫টি ঘাঁটিতে বিমান হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। স্থানীয় সময় রোববার এসব হামলা চালানো হয়। মার্কিন সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, আইএসের শীর্ষ নেতা, সহযোগী এবং বিভিন্ন ক্যাম্প লক্ষ্য করে এসব হামলা চালানো হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, বি-৫২, এফ-১৫ এবং এ-১০ সহ একাধিক মার্কিন বিমান ৭৫টিরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে।

নেদ্যাল্যান্ডসে ভবন ধসের ঘটনায় নিহত বেড়ে ৬

আপনজন ডেস্ক: নেদ্যাল্যান্ডসের দ্য হেগ শহরে একটি আগুন ও বিস্ফোরণের পর ভবন ধসের ঘটনায় এ পর্যন্ত ছয়জন মারা গেছেন। রোববার মধ্যরাতে ধ্বংসস্তূপ থেকে ষষ্ঠজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবারের এই ঘটনায় আরো প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে।
সোমবার স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস জানায়, 'প্রায় আড়াইটা নাগাদ ষষ্ঠ মরদেহের সন্ধান মেলে এবং ধসে পড়া ভবনের নীচের গুদামঘর থেকে তা উদ্ধার করা হয়।' এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা মরদেহগুলোর মধ্যে ৪৫ ও ৩১ বছরের পুরুষ, ৪১ বছরের নারী ও ১৭ বছরের এক কিশোরী রয়েছে।
ধসে পড়া ভবনটি থেকে প্রথমে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। ভবনে মোট কতজন বাসিন্দা ছিলেন তা এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। তাই ধ্বংসস্তূপে আরো কতজন থাকতে পারেন সে বিষয়েও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না। ভবনটিতে একসময় আগুন লেগে যায়। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, মরদেহগুলো ডিএনএ পরীক্ষা ছাড়া শনাক্ত করা সম্ভব নয়।
বিস্ফোরণের কারণ এখনো বের করতে পারেনি পুলিশ। তবে এর পেছনে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের যোগসাজশ থাকতে পারে বলে পাবলিক প্রসিকিউটর অফিসের প্রধান জানান। বিশেষ করে শনিবার ভোরে ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত গতিতে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া চালককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য খুঁজছে তারা।

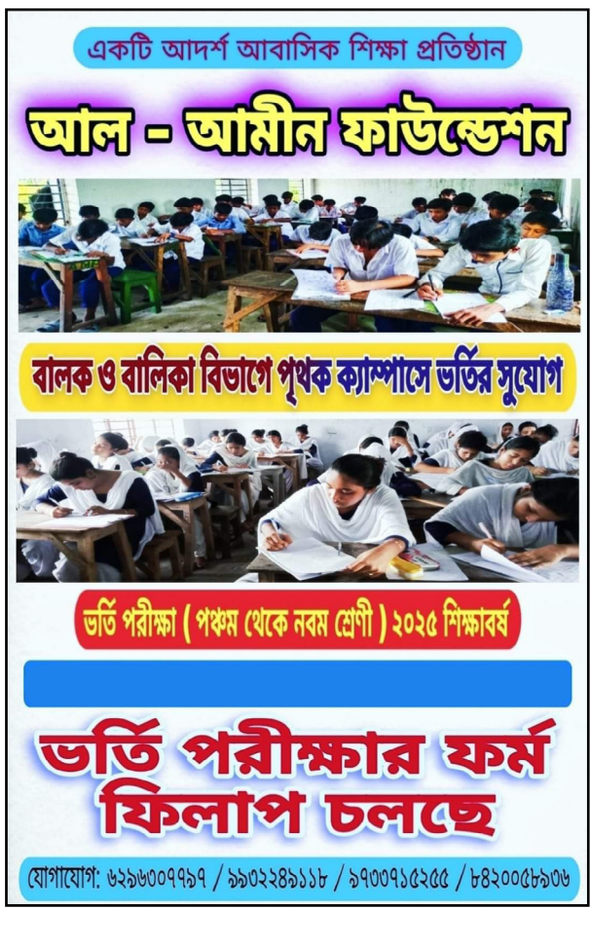

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩৩৩ সংখ্যা, ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৭ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

দারিদ্র্যমুক্ত জীবন

আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস'। এই দিবসে এই বার যাহা বলা হইতেছে, তাহার মর্মার্থ হইল—যথাযোগ্য ভালো কাজ এবং সামাজিক সুরক্ষার ভিতর দিয়া সকলের মধ্যে মর্যাদাবোধ জাগ্রত করা। আসলে গরিব মানুষের মেরুদণ্ড সোজা রাখিবার মতো সংগতি থাকে না। সেই কারণে দরিদ্র মানুষের মর্যাদাবোধও কম থাকে। কিন্তু সকলেই তো একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। সকল মানুষেরই মাতৃজঠরে জন্ম হইয়াছে এবং সকলেরই মৃত্যুর স্বাদ লইতে হইবে। এই জন্য বড়ু চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'দারিদ্র্য'কে মহান করিয়া একটি অপূর্ব কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

তিনি নিজে অত্যন্ত দারিদ্র্যপীড়িত পরিবেশে বড় হইয়াছেন। ছোটবেলায় তাহাকে ডাকা হইত দুখুমিয়া নামে। বিরল প্রতিভাধর এই কবি 'দারিদ্র্য'কে এতটাই মহিমান্বিত করিয়াছেন যে, তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—দারিদ্র্য তাহাকে যিশু খ্রিষ্টের সম্মান দান করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, দারিদ্র্য তাহাকে দিয়াছে 'অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস'। এই অবধি শুনিতে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু তাহার পর কী হইল? কী বলিলেন তিনি?

এই কবিতায় এক জায়গায় নজরুল বলিয়াছেন—'টলটল ধরণীর মত করুণায়!/ তুমি রবি, তব তাপে শুকাইয়া যায়/ করুণা-নীহার-বিন্দু! ম্লান হয়ে উঠি/ ধরণীর ছায়াঞ্চলে! স্বপ্ন যায় টুটি।' অর্থনৈতিক দুরবস্থায় তৃতীয় বিশ্বের মানুষগুলির স্বপ্নও তেমনি টুটিয়া যাইতেছে। বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য ১৯৮৭ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বিশেষ একটি সমাবেশ।

সেইখানে জড়ো হইয়াছিল লক্ষাধিক মানুষ। ইহার উদ্যোক্তা জোসেফ রেসিনস্কির মৃত্যুর পর ১৯৯২ সালে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে ১৭ অক্টোবরকে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস হিসাবে মনোনীত করে।

১৭ অক্টোবরের স্মারক ফলক—যাহা ফাদার জোসেফ ১৯৮৭ সালে ট্রোকাডেরো প্লাজায় উন্মোচন করিয়াছিলেন—তাহা আজ বিশ্বব্যাপী মানবতার প্রতীক হিসাবে স্বীকৃত। সেই ফলকে বলা হইয়াছে—'যেইখানেই নারী-পুরুষের চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে, সেইখানেই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়।'

কাজী নজরুল ইসলাম যেমন লিখিয়াছেন—'পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,/ দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে!—মোর অধিকার/ আনন্দের নাহি নাহি! দারিদ্র্য অসহ/ পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ।' দারিদ্র্যের ব্যাপারে বিখ্যাত কবি জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমি বলিয়াছিলেন—'আমি অনেক গরিব মানুষ দেখিয়াছি, যাহাদের শরীরে কোনো পোশাক নাই; আমি অনেক পোশাক দেখিয়াছি, যাহার ভিতরে কোনো মানুষ নাই।'

গরিবি দশা হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে ইসলাম ধর্মে। মহান আল্লাহতায়ালা কাউকে করিয়াছেন সম্পত্শালী, আবার কাউকে করিয়াছেন সম্পদহীন, দরিদ্র। ধনী-গরিবের এমন শ্রেণিভাগ একান্তই আল্লাহতায়ালার ইচ্ছাধীন।

ধনী-গরিবের এই তারতম্যের পেছনে আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্য হইল তাহার বান্দাদের পরীক্ষা করা। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, 'জানিয়া রাখিও, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তানসন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রহিয়াছে আল্লাহরই নিকট।' (সুরা আনফাল-২৮)। তবে আল্লাহতায়ালা কর্তৃক ধনী-গরিব শ্রেণির প্রভেদের অর্থ এই নহে যে, মানুষ অকর্মণ্য হইয়া ইচ্ছাকৃত দারিদ্র্য গ্রহণ করিবে! বরং প্রতিটি গরিব মানুষকে বৈধ সীমারেখার ভিতরে জীবনের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের চেষ্টা করিতে হইবে।

কারণ, হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে—'দারিদ্র্য কখনো কখনো কুফরিতে নিমজ্জিত করে।' (শুআবুল ইমান)। সুতরাং প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব রহিয়াছে নিজের আর্থিক উন্নতির জন্য জমিনে ছড়াইয়া থাকা আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক অনুসন্ধান করা। শারীরিক সক্ষমতা কাজে লাগাইয়া দারিদ্র্যমুক্ত জীবন অর্জনের চেষ্টা করা।

সিরিয়া: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মানবতার সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের ইতিহাস

আমরা সাধারণ মানুষেরা হয়তো শুধু আশাই করতে পারি যে জিলানির নেতৃত্বে সিরিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে এবং আন্তর্জাতিক সাহায্যে আবার সাধারন মানুষ ফিরে পাবে তাদের মৌলিক অধিকার। বেঁচে থাকার এই কঠিন লড়াইয়ে সিরিয়ার মানুষের মানবাধিকারের রক্ষা হোক, এই আরব বসন্তের মূল উদ্দেশ্য এটারই আশা থাকবে। আসাদের পতনের সাথে সাথে ইরানের মাটিতে খুলে যায় কিনা নতুন যুদ্ধের সম্ভাবনা এবং মধ্য এশিয়ার পরিবর্তিত সরকারের সাথে সাথে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক কি পরিবর্তন হয় সেদিকে লক্ষ্য থাকবে সবার। লিখেছেন **তন্ময় সিংহ...**

সিরিয়া, পশ্চিম এশিয়ার এই দেশটি গত তের বছর ধরে দেখেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্ষমতার আস্ফালনে ও বিদেশী রাষ্ট্রগুলির প্রশ্রয়ে বিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃন্য মানবতার সংকট। ২০২৩ সালে ভূমিকম্প ছিল আসলে মরার উপর খাঁড়ার ঘা। সারা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি শরণার্থী সিরিয়ার থেকেই ছড়িয়ে পড়েছে, এখনো প্রায় দুই কোটি মানুষ দৈনন্দিন বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, বাসস্থান ও নিরাপত্তার জন্য লড়াই করে চলেছে। ৭৫ লক্ষ শিশু ইউনিসেফ সহ বিভিন্ন সংস্থার ত্রাণের উপর বেঁচে জীবনধারণ করছে সিরিয়ায়। গত রবিবার আমরা দেখলাম সেই সিরিয়াতে আরব বসন্ত। তের বছরের লড়াই শেষে টিভির পর্দায় দেখলাম মানুষের আনন্দ যা ইরাকের পর থেকে সারা বিশ্বেই বাস্তব। রাশিয়া জানালো বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী পাঠিয়ে সপরিবারে রাশিয়াতে আশ্রয় নিয়েছেন রাষ্ট্রপতি পুতিনের পোস্টার বয় সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি বাসার আল আসাদ। বিদ্রোহী এইচ টি এস দলের নেতা আল জিলানি জানালেন দামাস্কাসের দখলের সাথে সাথেই সিরিয়াতে নতুন ইতিহাস লেখার কাজ শুরু হয়েছে। তিউনিসিয়া ও মিশরে আরব বসন্তের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর, সিরিয়াতেও মানুষ বিদ্রোহী হয়। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বেকারত্ব, অপরিসীম দুর্নীতি এবং রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন মতপ্রকাশের পরাধীনতা ছিল মানুষের বিদ্রোহী হওয়ার মূল কারণ। বিরোধী মানুষদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে দমন করার জন্য সরকারপক্ষ দমননীতি ও সেনা নামালে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে মানুষের উপর অত্যাচার। রাশিয়া এবং ইরান আসাদের সরকারকে সাপোর্ট করার সাথে সাথেই, পশ্চিমি দুনিয়া, ও ইজরাইল এবং আরবের অনেক দেশ বিশেষত তুর্কি সমর্থন করে বিদ্রোহীদের। এই দু পক্ষের লড়াইয়ে এবং অঞ্চল ভিত্তিক ক্ষমতার পরিবর্তনে বলির পাঁঠা হয় সিরিয়ার সাধারণ মানুষ, সৃষ্টি হয় মানব সভ্যতার ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সবচেয়ে ভয়ংকরতম মানবাধিকারের সংকটের।

২০১২ তে জেনেভা শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করে রাষ্ট্র সংঘ প্রস্তাব দেয়া হয় শাসকদের অপসারণের। তবে ২০১৫ তে রাশিয়ার সমর্থন পুতিনের আশ্বাস আসাদকে শক্তিশালী করে তোলে ও রাষ্ট্রসংঘকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দমন শুরু করে আসাদ। ২০১৬ তে কাজাখস্তান, ২০১৮ তে সোচিতে শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হলেও ২০২০ তে রাশিয়া ও তুর্কির মধ্যস্থতায় লড়াই বন্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এরই মাঝে পড়ে মধ্য এশিয়ার রুক্ষ শীতের প্রকোপে, কখনো বন্যার প্রকোপে, কখনো বোমার আঘাতে ঘরবাড়ি হারিয়ে সিরিয়ার মানুষেরা তীব্র আর্থিক সমস্যার মধ্যেও বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যায়। সময়ের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক মিডিয়া এবং খবরের কাগজে ও অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রনায়কদের কাছে গুরুত্ব হারায় সিরিয়ার মানুষের মানবাধিকারের সংকট।

প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ সংকটের পরে ঘর ছেড়েছে, আশ্রয় নিয়েছে পাশাপাশি লেবানন, জর্ডন ও তুর্কিতে। প্রায় ১৩ লক্ষ মানুষ আশ্রয় চেয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং ইউরোপের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পরিযায়ী মানুষদের পুনর্বাসনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সিরিয়া থেকেই। ইউনিসেফের মতানুযায়ী সিরিয়াতে বসবাসকারী ৮৫ শতাংশ মানুষ তাদের দুবেলার খাবার জোগাড় করতে অক্ষম। মহিলা ও শিশুদের উপর অত্যাচারের ঘটনা চরমে। সারাদেশ জুড়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বলে কিছু নেই, পানীয় জলের সমস্যা, শিক্ষা ব্যবস্থা বলে কিছু নেই প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ শিশুর ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ রূপে স্তব্ধ হয়ে গেছে। দেশ জুড়ে বেড়েছে বোমার আঘাতে পঙ্গু শিশু সহ সমস্ত ধরনের মানুষের সংখ্যা। মানব সভ্যতার এই ভয়ঙ্করতম অন্ধকার দশাতেও লড়াই ছাড়েনি বিরোধীরা। শেষ পর্যন্ত নভেম্বর ২০২৪ থেকে শুরু হওয়া বিরোধী দলগুলির প্রতিরোধে শেষ পর্যন্ত ৮ই ডিসেম্বর সিরিয়ার লাটাকিয়া ই থাকা রাশিয়ায় বিমান ঘাঁটি থেকে যাওয়া আসলে খুবই ইঙ্গিতবাহী। প্রতিরোধ হীন ভাবে আসাদের ক্ষমতার থেকে সরে আসা হয়তো ভবিষ্যতে সকলকে নিয়ে একটি সরকার গড়ার চেষ্টা সফল করতে পারে। এখন দেখার তুর্কিকে সাথে নিয়ে, আমেরিকা কতটা প্রত্যক্ষভাবে সাপোর্ট করে জুনানী সরকারকে এবং পরবর্তী

প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ সংকটের পরে ঘর ছেড়েছে, আশ্রয় নিয়েছে পাশাপাশি লেবানন, জর্ডন ও তুর্কিতে। প্রায় ১৩ লক্ষ মানুষ আশ্রয় চেয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং ইউরোপের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পরিযায়ী মানুষদের পুনর্বাসনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সিরিয়া থেকেই। ইউনিসেফের মতানুযায়ী সিরিয়াতে বসবাসকারী ৮৫ শতাংশ মানুষ তাদের দুবেলার খাবার জোগাড় করতে অক্ষম। মহিলা ও শিশুদের উপর অত্যাচারের ঘটনা চরমে। সারাদেশ জুড়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বলে কিছু নেই, পানীয় জলের সমস্যা, শিক্ষা ব্যবস্থা বলে কিছু নেই প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ শিশুর ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ রূপে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

নিরাপদে বিমান ধরে সপরিবারে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে প্রেসিডেন্ট আসাদকে।

১৯৭১ সাল থেকে প্রায় দীর্ঘ ৫০ বছর আসাদ ও তার পরিবার শাসন করেছে সিরিয়াকে। মাত্র ১৪ দিনের মধ্যে আসাদের পতন ও বিরোধীদের হাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আমেরিকান সরকার কিভাবে তাদের রাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করে । যাইহোক আসাদের পতনের সাথে সাথে ইরান ও হিজবুল্লার প্রভাব এই অঞ্চলে কমবে। এই অবস্থায় এই অঞ্চলটি আবার কোন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাবে তা বলতে পারবে সময়।

ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের পতনের পর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন শাসকের পতন হলেই প্রাসাদ লুট করা সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা চলমান প্রবণতা।

রাস্তায় মানুষের আনন্দের সাথে সাথে এর সাক্ষীও আমরা থাকলাম সিরিয়ায়। প্রায় ছয় লক্ষ কুড়ি হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছে এই ১৩ বছরের রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে। আন্দোলনের পরে যারা ক্ষমতায় এলো তারা একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী। যদিও বর্তমানে নিজেদের জাতীয়তাবাদী হিসেবে পরিচয় দিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ার সহযোগিতা লাভ করেছে এইচটিএস। আসাদের পতনের খবরে উল্লসিত ইজরায়েল সহ ন্যাটোর দেশগুলি যারা বিভিন্ন সময়ে বিমান হানা চালিয়েছে সিরিয়াতে। আমেরিকা জানিয়েছে এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত প্রাপ্য দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট পেয়ে আসা সিরিয়ার নাগরিকদের। রাশিয়া জানিয়েছে বিরোধী দল তাদের সামরিক ঘাঁটি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত রাখবে বলে কথা দিয়েছে। সবে মিলে মধ্য এশিয়ার যুদ্ধ বিধ্বস্ত সিরিয়াকে নতুনভাবে গড়ে তোলায় আগামী দিনে বিশ্ব শক্তির কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে যদি তৃতীয় বিশ্বের মানবতা আজও প্রথম বিশ্বের মানুষকে ভাবিত করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের সবচেয়ে চরমতম মানবতার সংকট যার আমলে ঘটেছে সেই আসাদ কে বিরোধীদের হাতে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর মানবতার জন্য আশ্রয় দিলো রাশিয়া এর থেকে বড় রাজনৈতিক পরিহাস হয়তো পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে কমই আছে, কিন্তু রাজনীতির আঙিনায় এটাই বাস্তব। আজকে পৃথিবীতে আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোকে অস্ত্র বিক্রির জন্য এবং নিজেদের নিরাপত্তা সুবিধার জন্য ঘাঁটি বানাতে বদ্ধপরিকর পৃথিবীর বৃহত্তর শক্তিগুলি। অনেক সময় কখনো সরকারকে, কখনো বিরোধীদের কে মদত দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে চলেছে তারা, পরবর্তীকালে ওই দেশের নাগরিকদের শাসকের অত্যাচার এবং খারাপ পরিকাঠামো ও আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য যে লড়াই করতে হয়, তার নজির আমরা দেখেছি সিরিয়াতে, আফগানিস্তানে। বেঁচে থাকার সামান্য ন্যূনতম চাহিদাগুলোর পূরণে এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত নাগরিকদের জীবন সংগ্রাম, প্রথম বিশ্বের নাগরিকদের কাছে অকল্পনীয়। তবু এরই মাঝে প্রথম বিশ্বের হস্তক্ষেপে ইরাক, আফগানিস্তান, বাংলাদেশে ক্ষমতার পরিবর্তনের ঘটনা ঘটে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুখে গণতন্ত্র ও সাধারণ মানুষের শাসনের প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর পথ থাকে না এই মদতদাতা বিদেশি রাষ্ট্রগুলির। আমরা সাধারণ মানুষেরা হয়তো শুধু আশাই করতে পারি যে জিলানির নেতৃত্বে সিরিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে এবং আন্তর্জাতিক সাহায্যে আবার সাধারন মানুষ ফিরে পাবে তাদের মৌলিক অধিকার। বেঁচে থাকার এই কঠিন লড়াইয়ে সিরিয়ার মানুষের মানবাধিকারের রক্ষা হোক, এই আরব বসন্তের মূল উদ্দেশ্য এটারই আশা থাকবে। আসাদের পতনের সাথে সাথে ইরানের মাটিতে খুলে যায় কিনা নতুন যুদ্ধের সম্ভাবনা, এবং মধ্য এশিয়ার পরিবর্তিত সরকারের সাথে সাথে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক কি পরিবর্তন হয় সেদিকে লক্ষ্য থাকবে সবার। আবার আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন যাবার আগে বিভিন্ন দেশে আমেরিকার প্রভাব যে হবে বাড়িয়েছেন, জানুয়ারি থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিদেশ নীতিতে পরিবর্তন এলে কি হবে তার দিকেও লক্ষ্য থাকবে আমাদের।

ধর্মীয় মেরুকরণ ও ঐতিহ্যের সংকট

পাশারুল আলম

ভারতের মতো বহুত্ববাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মূলে রয়েছে ধর্মের বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান ও ঐক্যের ধারণা। কিন্তু গত কয়েক দশকে রাজনীতির ধর্মীয় মেরুকরণ এই ঐতিহ্যের ভিত্তিকে দুর্বল করে তুলছে। এ বিষয়ে সবচেয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য উদাহরণ হলো বিভিন্ন মসজিদের উপর মন্দিরের দাবিকে কেন্দ্র করে চলমান বিতর্ক। চারশ থেকে সাত বছর পূর্বে নির্মিত বিভিন্ন মসজিদ, ঈদগাহ, দরগার উপর নতুন নতুন দাবি নিয়ে এসে আইনের ব্যবহার করে স্থাপত্য ও ঐতিহ্যকে বিলীন করার একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এই ঐতিহাসিক স্থাপত্যকে ঘিরে রাজনীতির সংঘাত সৃষ্টি করার ক্ষেত্র হিসেবে এই সমস্ত স্থাপত্যকে আধার হিসাবে ব্যবহার করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারতের ইতিহাসে মসজিদ এবং মন্দির শুধু ধর্মীয় উপাসনালয় নয়, বরং স্থাপত্য, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের জীবন্ত সাক্ষ্য। এই স্থাপনা গুলি উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে পর্যটকদের আকর্ষনীয় স্থান । এ থেকে সরকারের আয় কম হয়না। তবু সরকার এই বিষয়ে নিরব। অনেক স্থাপনা কয়েকশো বছরের পুরনো এবং 'জাতীয় সম্পদ' হিসেবে চিহ্নিত। কিন্তু ধর্মীয় রাজনীতির কারণে এই স্থাপনাগুলোর অস্তিত্বই আজ প্রশ্নের মুখে। অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংস থেকে শুরু করে বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদ এবং আজমির শরিফ পর্যন্ত একের পর এক ঐতিহাসিক স্থাপনায় মন্দিরের দাবির মাধ্যমে বিভাজনের রাজনীতি সামনে এসেছে। সম্ভল এর ঘটনা দেশের সমস্ত সুশীল সমাজকে আহত করেছে। এই ঘটনায় চারজন মানুষের মৃত্যু কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু ঘটনাটি ঘটেছে।

এই ঘটনার পেছনে যেটি মূল কারণ হিসেবে দেখা হয়, তাহল ১৯৯১ সালের উপাসনাস্থল আইনের ভুল ব্যাখ্যার শিকার। ১৯৯১ সালে প্রণীত উপাসনাস্থল (বিশেষ ব্যবস্থা) আইন স্পষ্টভাবে বলেছিল, ১৯৪৭ সালে যেসব ধর্মীয় উপাসনাস্থল যে অবস্থায় ছিল, সেভাবেই তা রাখতে হবে। কিন্তু বাবরি মসজিদকে আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল। এর ফলে, এই আইনের

উদ্দেশ্যেই ফাটল ধরে। ২০১৯ সালে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে রামমন্দিরের পক্ষে রায় দেওয়া হয়, যা একটি বিশেষ ঘটনা হিসেবে দেখানো হলেও বাস্তবে এটি পরবর্তী বিতর্কের ভিত্তি স্থাপন করে। আজকের দিনে যে সমস্ত মামলা দায়ের করা হচ্ছে তা পূর্বতন প্রধান বিচারপতির একটি সিদ্ধান্তের কারনে। তিনি ১৯৯১ সালের এই আইনের এমন একটি ব্যাখ্যা দেন যা বর্তমান সমস্যার সৃষ্টি করছে বলে অনেকেই মনে করেন। তিনি বলেন সার্ভে করলে ধর্মীয় চরিত্র বদল হয়না। তাই এটা হতে অসুবিধা নেই। এই ব্যাখ্যার রেশ ধরে বিভিন্ন স্থাপত্যে অভিযোগ দায়ের করে এএসআই দিয়ে সার্ভে করার দাবি জানানো হয়। সেই আনীত দাবিকে কোর্ট কর্তৃক মেনে নেওয়া। এর পর দেখা দেয় নানা জটিলতা। সার্ভেই যদি মূল হয় তাহলে বাবরি মসজিদের নিচে তো কোনো মন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। সেই বাবরি মসজিদের রায় তো তিনিই লিখেছিলেন। সেই রায় দেওয়ার সময় সার্ভের গুরুত্ব ছিল না, আজকে আবার সেই সার্ভেকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সার্ভে হলে কি পাওয়া যাবে কি পাওয়া যাবে না তার উপরেই যদি ধর্মীয় স্থাপনার চরিত্র বদল না হয়, তাহলে অহেতুক বিরম্বনা সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন? হিন্দুরা মসজিদের উপরে সার্ভে চাইবে আর বৌদ্ধরা মন্দিরের উপরে সার্ভে চাইবে। এই চাওয়ার শেষ কোথায় ? যে সময়ে এই সমস্ত স্থাপত্য নির্মিত হয়েছিল তখনকার দিনে শাসকের হাতে কিংবা প্রজার হাতে জমির কোন অভাব ছিল না। তাই ধর্মীয় স্থান নির্মাণ করার জন্য অন্য ধর্মের একটি ধর্মীয় স্থানকে ভেঙ্গে দিয়ে নির্মাণ করার প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মের উপাসনালয় বিভিন্ন সংস্কৃতি ও আদলে নির্মিত হয়। এই ঐতিহ্য গুলির উপরে আক্রমণ বা পরিবর্তন করার প্রয়াস, তা আসলে ভারতীয় ঐতিহ্যের উপরে আক্রমণ।

আজকের দিনে মন্দির রাজনীতি ভোটের সমীকরণ করার একটি বড় হাতিয়ার। বিগত কয়েক বছরে হিন্দুত্বের নামে রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষত বিজেপি, তাদের নির্বাচনী কৌশল হিসেবে ধর্মীয় মেরুকরণকে ব্যবহার করেছে। উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি আর জনমানসে সেভাবে কাজ না করায়, ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে ভোট টানার চেষ্টা এখন আরও তীব্রতর। হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যে এর সাফল্য দেখে, মন্দির রাজনীতির মাধ্যমে ভোটের মেরুকরণকে একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই কৌশল ভারতীয় ঐতিহ্যকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

আজকের দিনে ঐতিহ্যের গুরুত্ব ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন সচেতন মানুষকে গভীরভাবে চিন্তিত করেছে। আজমির শরিফ বা জ্ঞানবাপীর মতো স্থাপনাগুলি শুধু ধর্মীয় উপাসনাস্থল নয়, বরং এক বহুত্ববাদী ভারতের প্রতীক। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ যুগ যুগ ধরে এই স্থানগুলোতে সম্মিলিতভাবে প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই ধরনের ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলির চরিত্র বদলের প্রচেষ্টা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার মূল আদর্শকে ধ্বংস করার সমতুল্য।

তাই পরিশেষে বলা যায়, ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির ফলে আজ ভারত এক বিপজ্জনক মোড়ে দাঁড়িয়ে। যেখানে ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং স্থাপত্যকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেখানে সমাজের শান্তি এবং ঐক্য বজায় রাখা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং নাগরিকদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনাকে জাগিয়ে তোলা। ভারত যদি সত্যিই আধুনিক এবং উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে চায়, তবে এই মধ্যযুগীয় ভাবনার রাজনীতি থেকে মুক্তি পেয়ে ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। কারণ, আধুনিকতা শুধু প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মধ্যে নয়, বরং সমাজের মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্যের সুরক্ষার মধ্যেও নিহিত।

প্রথম নজর

আবার বাঘের পায়ের ছাপ, চরম আতঙ্কে বৈকুণ্ঠপুর গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মৈপীঠ

আপনজন: সারা বছরই বাঘের আতঙ্কে দিন কাটে সুন্দরবনের কুলতলি মৈপীঠ উপকূল এলাকার নদী তীরবর্তী এলাকার কয়েক হাজার মানুষের। শীত পড়তেই বাঘের আতঙ্ক বাড়ে এই সব এলাকায়। গত শুক্রবারের পর আবার সোমবার সকালে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছে মৈপীঠ বৈকুণ্ঠপুর ৬ নং এলাকার মানুষজন বলে জানা গেল। বন দপ্তরের রায়দীঘি রেঞ্জের অধীন নলগোড়া বিট অফিসের অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর ৬ নং এলাকার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে মাতলার শাখা নদী। আর এই এলাকায় গত দুই বছর আগে জগন্নাথ নায়েকের বাড়ির গরু মেরে চলে গিয়েছিল একটি বাঘ।গ্রামবাসীরা বলেন,সেই ঘটনার পরে আমরা দরখাস্ত লিখে দিয়ে এসেছিলাম বন দপ্তরে।কিন্তু ক্ষতি পূরনের টাকা পেয়েছি মাত্র ৮ হাজার টাকা অথচ গরুটির মূল্য ছিলো ২০ হাজার টাকা।তাঁরা এও অভিযোগ করেন,আমাদের নিয়ে জাল ঘেরার কাজ করিয়ে নিয়ে ছিল বন দফতর,বলেছিল ৪০০ টাকা করে মজুরি দেওয়া হবে আজ ও সেই টাকা দেওয়া হয়নি।মৈপীঠ বৈকুণ্ঠপুর ৬ নং এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকার নদী বাঁধ এলাকা ফেনসিং জাল দিয়ে ঘেরা নেই।পুরোপুরি অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আর শীতের সময় রোদ পোয়াতে বাঘ ঘনঘন জঙ্গল থেকে লোকালয়ের কাছে চলে আসছে জাল না থাকায়। ফলে আতঙ্কিত এই সব এলাকার মানুষজন। স্থানীয় বাসিন্দা সত্যরঞ্জন পাত্র বলেন,আমাদের নদী বাঁধ সংলগ্ন ৬ নং এলাকায় এখনো বিদ্যুৎ নেই। তাঁর ওপর জঙ্গলের ধাঁর জালহীন, ফলে গত শুক্রবারের পর সোমবার সকালে আবার আমরা তিনটি জায়গায় বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছি।বন দপ্তরে খবর দেওয়ার পরে নলগোড়া বিট অফিসের কর্মীরা এসে দেখে গেছে।গত দুবছর আগে এই এলাকায় চারদিন বাঘ এলাকা ছেড়ে বার হয়নি। ঘনঘন এই এলাকায় বাঘ ঢোকার পরে ও বন দফতরের কোনো হুঁশ নেই। আমরা জীবন হাতে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বাস করছি।

অনল আবেদিনের স্মরণসভা বহরমপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট সাংবাদিক, চিন্তাবিদ অনল আবেদীনের স্মরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলোবহরমপুর কালেক্টরেট ক্লাব হলে রবিবার। গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৩ তারিখ মৃত্যু হয় সাংবাদিক, চিন্তাবিদ অনল আবেদিনের।
অনল আবেদিনের স্মরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী, প্রাক্তন অধ্যাপক আবুল হাসনাৎ, লোকসংস্কৃতিবিদ শক্তিনাথ, ঝাঁ, মনোজ চক্রবর্তী সহ মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের সভাপতি সাংবাদিক বিপ্লব বিশ্বাস, প্রদীপ দে, কুশল কুমার বাগচী, আশীষ বাগচী, বিদ্যুৎ মিত্র প্রমুখ।
এদিন অনল আবেদীনের স্মৃতিচারণ ারতে গিয়ে বহমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরি জানান, 'সাংবাদিকরা আজ বিপদে মুখে, যারা নির্ভিক সাংবাদিক করতে চান, অনলদার মতো হয়ে উঠতে হবে। খবরের ভেতর খবর খুঁজে বের করার দক্ষতায় পারদর্শী ছিলেন এবং চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে খবর তৈরি করতেন যা সংবাদ জগতে ইতিহাস হয়ে থাকবে।
শক্তিনাথ ঝা জয়নাল থেকে অনল হয়ে ওঠার কথা তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেন অনলের সাংবাদিকতার নানা দিকও। স্মরণসভায় বক্তৃতার মাঝে তিন জন শিল্পী গান গেয়েছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে ভাতৃপুত্র মামুন ফারুক সভা সঞ্চালনা করেন। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, বহরমপুর ব্লকের নওদাপাড়ায় ১৯৬৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি অনল জন্মগ্রহণ করেন।

রক্তদান সহ সামাজিক কর্মসূচি মাদ্রাসার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার অনুপনগর বালিগ্রাম মাদ্রাসা ইসলামিয়া দারুল উলুম মাফিজিয়ার বাৎসরিক জলসা উপলক্ষে রবিবার সকাল থেকেই বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি করা হয়। সকাল থেকে অনুষ্ঠিত সামাজিক কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রানিতলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মোঃ খুরশেদ আলম, বিভিন্ন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। মাদ্রাসার পরিচালক তথা শিক্ষক মোঃ এনামুল হক বলেন, 'এবছর মাদ্রাসার ৩৭ তম বাৎসরিক জালসা। তিনবছর ধরে বাৎসরিক জলসা উপলক্ষে আমরা রক্তদান শিবির করছি। এবার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে। রক্তের কোন জাত হয় না, আমরা চাই সম্প্রীতির মেলবন্ধনে আমাদের দেশ এগিয়ে যাক। এই জন্য রক্তদান শিবিরের আয়োজন।' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য মনিরুল ইসলাম, সিটু, রবিউল ইসলামরা বলেন, সমাজের ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখে মাদ্রাসাগুলি নানা সামাজিক কর্মসূচিতে এগিয়ে আসছে। আমরা চাই প্রতিটি মাদ্রাসায় এধরনের সামাজিক কর্মসূচি করা হোক।' বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়ে খুশি প্রত্যন্ত অনুপনগর এলাকার বাসিন্দারা। সেখানকার বাসিন্দা আবুল খায়ের বলেন, 'বিনামূল্যে ডাক্তারবাবুরা দেখলেন, ওষুধও দিলেন, আমরা খুশি।'

কাঁথির সমবায় ব্যাঙ্কের ভোটে থাকছে আধা সামরিক বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: কাঁথির সমবায় ব্যাঙ্কের ভোট নিয়ে বেনজির নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। আধা সামরিক বাহিনীর নজরদারিতে ভোটাভুটি হবে বলেই জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত।ভোট কারচুপি রুখতে প্রতিটি বুথে সিসি ক্যামেরা লাগাতে হবে এমনও নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। প্রায় তিন বছর কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে পরিচালন কমিটি নেই। স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করেই কোন রকমে আপাতত ব্যাঙ্ক চলছে। এই অবস্থায় ব্যাঙ্কে পরিচালন কমিটি গঠনের জন্য ভোটের দাবিতে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা হয়।সেই মামলায় উচ্চ আদালতে পৌঁছায় এবং ভোট করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়।আগামী ১৫ ডিসেম্বর কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে ভোটাভুটির দিন ধার্য হয়। সমবায় দপ্তরকে এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়। ভোটার তালিকা প্রকাশ থেকে ভোটের বিজ্ঞপ্তি-সবটাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে করার নির্দেশ ছিল। সেই মতো সমবায় দপ্তর রিটার্নিং অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করে যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে। কাঁথির তিনটি স্কুলে পাঁচটি বুথ করার কথা ভাবা হয়।তবে ওইদিন সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষা রয়েছে।ওই তিনটি স্কুল পরীক্ষাকেন্দ্র হওয়ায় নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। তার পরিবর্তে ওই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলি থেকে যথাক্রমে ৫০ মিটার,১০০ মিটার, ৮০০ মিটার,৩ কিলোমিটার ও ৭ কিলোমিটার দূরে পাঁচটি বুথ করা হয়েছে। সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন এগরার প্রাক্তন পুরপ্রধান শংকর বেরা। ভোটারদের অসুবিধা হবে বলেই আদালতে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।তবে রাজ্যের তরফে সর্বভারতীয় পরীক্ষা থাকায় বুথ বদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেই জানানো হয়। সবপক্ষের সওয়াল জবাব শুনে আদালতের নির্দেশ, ভোটের দিন রাজ্য সরকার এবং সমবায় নির্বাচন দপ্তরকে নতুন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য পরিবহণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়ত,সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য ওই পাঁচটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করতে হবে। তৃতীয়ত,প্রত্যেকটি বুথে সিসি ক্যামেরার বন্দোবস্তও করতে হবে। লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনের নিরাপত্তায় বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হয়েই থাকে। তবে সমবায় নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ যে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

সুন্দরবনের আদিবাসী এলাকায় দৃষ্টান্ত সৃষ্টি চুনাখালি প্রাইমারি স্কুলের

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: মিডডে মিলের জন্য বরাদ্দ ও পরিকাঠামোর অভাবে বিস্তর অভিযোগ পরিলক্ষিত বহু স্কুলে। এছাড়াও মিডডে মিলের রান্না করা খাবারে কখন পোকামাকড় কিংবা টিকটিকির দেখা মেলে। যা নিয়ে হইচই শুরু হয়। তাছাড়াও পর্যাপ্ত পরিমাণ মিডডে মিল অনেক স্কুলেই দেওয়া হয় না। এমন বিস্তর অভাব অভিযোগ রয়েছে। তবে এহেন পরিস্থিতিতে উজ্জ্বল বিরলতম দৃষ্টান্ত এবং অবশ্যই ব্যতিক্রম প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তীর হানা নদীর তীরে অবস্থিত 'চুনাখালি হাটখোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়'। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে যখন মিড-ডে মিলের খাবার ও পড়ুয়াদের পুষ্টি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, ঠিক সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়েছেন সুন্দরবনের এই স্কুল। একান্ত নিজেদের চেষ্টায় প্রায় প্রতি দিনই নানান ধরনের পুষ্টিকর খাবার পড়ুয়াদের পাতে তুলে দিচ্ছেন চুনাখালি হাটখোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বাসন্তী দক্ষিণ চক্রের এই প্রাথমিক বিদ্যালয় শুধু সরকারি প্রাথমিক স্কুলকে নয়, আধুনিকতা ছোঁয়া,পঠনপাঠনে রাজ্যের যে কোন সরকারি বেসরকারি স্কুল এমনকি মডেল স্কুলের সঙ্গেও পাল্লা দিতে পারে। স্কুলের পড়ুয়াদের পুষ্টির জন্য ফল যেমন দেওয়া হয়, তেমনই মিড-ডে মিলে বিভিন্ন ধরনের মরশুমি সবজি,সয়াবিন, ডিম, মাছ, মাংস, এমনকি পায়েসও তুলে দেওয়া হয় ছাত্রছাত্রীদের পাতে। উল্লেখ্য এ সবই সম্ভব হয়েছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিমাই মালির একান্ত প্রচেষ্টা ও সহ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের সহযোগিতায়। আর সেই কারণেই ২০১৬ সালে রাজ্যের মধ্যে সেরা স্কুলের খেতাবও জিতে নেয় এই স্কুল। এমনকি ২০২১ এ শিক্ষারত্ন সম্মানে ভূষিত হন স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিমাই মালি। সমগ্র স্কুলটি সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে নানান ধরনের দেওয়াল চিত্রের মাধ্যমে। বছরের বিশেষ বিশেষ দিনগুলি ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে স্কুলের দেওয়ালে।বিশেষ করে মনীষীদের জন্ম ও মৃত্যু দিন, বিশেষ বিশেষ আবিষ্কার ও আবিষ্কারকদের নাম সহ আরও অনেক কিছু আঁকা হয়েছে দেওয়ালে। স্কুলেই রয়েছে কিচেন গার্ডেন। স্কুলে রয়েছে ডিজিটাল উপস্থিতি যন্ত্র,স্বয়ংক্রিয় ঘণ্টা, ডিজিটাল ক্লাস রুম, কম্পিউটার রুম, সিসি ক্যামেরা সহ অত্যাধুনিক পরিকাঠামো। লের উদ্যোগেই তৈরি করা হয়েছে 'আমার দোকান।' সেই দোকানে থাকা সামগ্রী পড়ুয়ারা নিজেরাই ইচ্ছামতো নেবে এবং জিনিসের যা দাম সেই টাকা নির্দিষ্ট বাক্সে রাখবে। এতে করে ছোট ছোট পড়ুয়ারা সৎ এবং স্বচ্ছ হয়ে উঠবে সমাজের বুকে। এছাড়াও স্কুলে ছাত্রছাত্রী কিংবা শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্মদিনও মহা ধূমধাম করে পালন করা হয় স্কুলেই।

হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা বর্ধমানে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ভারতবর্ষের অন্যতম হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, গোল্ড মেডেলিস্ট এবং ব্যাঙ্গালোরের জয়দেবা থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডা. অর্ণব ঘোষ চৌধুরী হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে সারা দেশে প্রথম দশের মধ্যে নাম অর্জন করেছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পকে রূপায়ণ করতে বিনামূল্যে হৃদরোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে আসছেন এবং হৃদরোগের বড় বড় অপারেশন সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। সম্প্রতি, পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষের বাদুলিয়া বাজারে মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় ডা. অর্ণব ঘোষ চৌধুরী রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেন। এর সঙ্গে ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, রক্ত পরীক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন, যা সাধারণ ও গরিব মানুষদের উপকৃত করে।
এই উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. অর্ণব ঘোষ চৌধুরী, অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য পরিবেশ কর্মদক্ষ বিশ্বনাথ রায়, ওই অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দামোদর প্রেসক্লাবের সম্পাদক মোল্লা সফিকুল ইসলাম এবং আরও বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।
ডা. চৌধুরী বলেন, "অনেক সাধারণ মানুষ আছেন যারা বড় বড় ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন না বা আর্থিক কারণে চিকিৎসা করাতে পারেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাস্থ্যসাথীর মাধ্যমে তাদের জন্য সুবিধা করে দিয়েছে। আমি সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে পছন্দ করি। যাদের সামর্থ্য নেই, তারা স্বাস্থ্যসাথীর মাধ্যমে আমার কাছে এলে আমি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হৃদরোগীদের চিকিৎসা করব এবং প্রয়োজনীয় অপারেশনের ব্যবস্থা করব।"। পূর্ব বর্ধমানের জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মদক্ষ বিশ্বনাথ রায় বলেন ভারতবর্ষে এরকম একজন দিকপাল ডাক্তার এই গ্রাম্য এলাকায় চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা আগামী দিনে চাইবো তিনি যেন এই এলাকায় একবার হলেও এসে চিকিৎসা পরিষেবা দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে এই হেল্থ চেকআপ ক্যাম্প থেকে অনেক হাটের পেসেন্ট পাওয়া গেছে। যারা অত্যন্ত বিপদসীমার মধ্যে আছে। এই রোগীদের ডাক্তার অর্ণব ঘোষ চৌধুরী সম্পূর্ণভাবে বিনামূল্যের স্বাস্থ্য সাথীর প্রকল্পের মাধ্যমে চিকিৎসা ও অপারেশন করে সুস্থ করার দায়িত্ব নিয়েছেন।

আগামী সোমবার ২১ ঘণ্টা কলকাতায় বন্ধ থাকবে জল সরবরাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

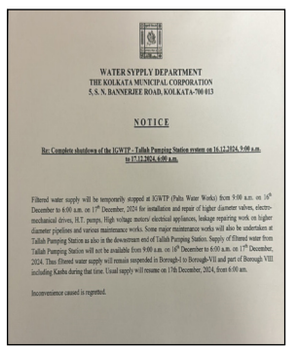

WATER SYPPLY DEPARTMENT
THE KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION
5, S. N. BANNERJEE ROAD, KOLKATA-700 013

NOTICE

Re: Complete shutdown of the IGWTP - Tallah Pumping Station system on 16.12.2024, 9:00 a.m. to 17.12.2024, 6:00 a.m.

Filtered water supply will be temporarily stopped at IGWTP (Palta Water Works) from 9:00 a.m. on 16th December to 6:00 a.m. on 17th December, 2024 for installation and repair of higher diameter valves, electro-mechanical drives, H.T. pumps, High voltage motors/ electrical appliances, leakage repairing work on higher diameter pipelines and various maintenance works. Some major maintenance works will also be undertaken at Tallah Pumping Station as also at the downstream end of Tallah Pumping Station. Supply of filtered water from Tallah Pumping Station will not be available from 9:00 a.m. on 16th December to 6:00 a.m. on 17th December, 2024. Thus filtered water supply will remain suspended in Borough-I to Borough-VII and part of Borough VIII including Kasba during that time. Usual supply will resume on 17th December, 2024, from 6:00 am.

Inconvenience caused is regretted.

আপনজন: আগামী সোমবার জরুরী মেরামতির জন্য সারাদিন কলকাতা শহরে জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। কালা পাম্পিং স্টেশনে ১৬ ডিসেম্বর সকাল থেকে ১৭ ডিসেম্বর ভোর পর্যন্ত মেরামতির কাজ হবে। এর দরুন প্রায় ২৪ঘন্টা জল সরবরাহ বন্ধ রাখা হবে কলকাতা শহরে। সোমবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানালো কলকাতার পুরসভা। ওই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর সকাল ন'টা থেকে পরের দিন ভোর ছটা পর্যন্ত তালা পাম্পিং স্টেশনে গুরুত্বপূর্ণ মেরামতি কাজ হবে জলের পাইপ লাইনে। টালার পাম্পিং স্টেশনে ভাল বসানোর পাশাপাশি ইলেক্ট্রো মেকানিক্যাল ড্রাইভ পাম্প উচ্চ ভোল্টেজের মোটর ও অন্যান্য বই তো তিন সরঞ্জামের মেরামতি করা হবে। এর পাশাপাশি ট্যাংকের লিক ছাড়ানোর কাজও সম্পন্ন হবে। এর জেরে ১৬ ডিসেম্বর পলতা ও টালা জলাধার থেকে জল সরবরাহ বন্ধ রাখা হবে। উত্তর ও মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছয় দিন জলসঙ্কট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কলকাতা পুরসভার ১৬ টি বোরোর মধ্যে ১৭টি বোরোতে টালা থেকে জল সরবরাহ হয়ে থাকে। একই সঙ্গে জল সরবরাহ ঐ দিন বন্ধ থাকবে কসবা সহ ৮ নম্বর বোরোর কলকাতা পুরসভা এলাকাতে। ফলতা থেকে জল সরবরাহ বন্ধ থাকায় উত্তর ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকাতেও ঐদিন জল সংকট দেখা দিতে পারে। তবে ১৭ ডিসেম্বর সকাল ৬'টার পর থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে কলকাতা পুরসভার সূত্রে জানা গিয়েছে।

সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ সমর্থনযোগ্য নয়: ইমাম-পুরোহিত

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: যে কোন রাষ্ট্রেই সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ সমর্থনযোগ্য নয়। সাংবাদিক বৈঠক করে কার্যত এমনই দাবি করলেন ইমাম-পুরোহিতরা।
সোমবার মুর্শিদাবাদের লালবাগে সাংবাদিক বৈঠক করেন অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যান্ড সোশাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক এবং মুর্শিদাবাদ জেলা পুরোহিত সংগঠনের সভাপতি প্রদীপ চক্রবর্তী।
সাংবাদিকদের আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে পড়শী দেশে সংখ্যালঘুদের উপর যদি আক্রমণ হয় তবে আমরা একযোগে তার বিরুদ্ধে পথে নামব। আমাদের ভারতেও সংখ্যালঘুদের উপর মাঝে মধ্যেই আক্রমণ হয়। কখনো হরিয়ানা তো কখনো উত্তরপ্রদেশ, আবার কখনো গুজরাটে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের খবর পাওয়া যায়। কোন দেশেই সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ সমর্থনযোগ্য নয়। সংখ্যালঘুরাও মানুষ, তারাও স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার অধিকারী।'
অন্যদিকে জেলা পুরোহিত সংগঠনের সভাপতি প্রদীপ চক্রবর্তী বলেন, 'আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলা তথা বাংলা সম্প্রীতির পিঠস্থান। কোন অশুভ শক্তি মাথাচাড়া দিলে তার বিরুদ্ধে আমরা একসঙ্গে মাঠে নামবো। আমরা কোনরকম বিভাজনের রাজনীতি করতে দেব না।' তিনি আরও বলেন, 'সংখ্যাগুরু হয়ে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করাটা ধর্মীয় রীতি নয়।
বাংলাদেশের ঘটনাকে যেমন নিন্দা জানাচ্ছি, ঠিক তেমনি ভারতীয় সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ যেন না হয় সেদিকে সরকারকে নজর রাখতে হবে। আমরা চাই সম্প্রীতি।' ইমাম আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'বাংলার যেকোনো প্রান্তে ধর্মীয়ভাবে কেউ হেনস্থার শিকার হলে বা আক্রান্ত হলে অথবা কেউ রাজনৈতিক বিভাজন করতে চাইলে পরিস্থিতি বুঝে আমরা ধর্ম যাজকরা একসঙ্গে পথে নামবো।'
এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে কার্যত দু'দেশের সংখ্যালঘুদের উপর হওয়া আক্রমণের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তারা।

চণ্ডীতলায় রক্তদান শিবির

সেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: ওয়েস্টবেঙ্গল ল ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল চণ্ডীতলায়। রক্তদান করেন ৪৯ জন মহিলা ও পুরুষ। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ১০০ জন এবং ১০০ জন মানুষকে শীত বস্ত্র দিয়ে সম্মান জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন চণ্ডীতলা বিডিও টু হুগলি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখার্জি, ফাল্গুনী চক্রবর্তী, শেখ মাবুদ আলী প্রমুখ। এদিনের রক্তদান শিবিরে বর্তমান সমাজকে দূষণমুক্ত করতে প্রত্যেকটি রক্তদাতা কে একটি করে বৃক্ষ তুলে দেয়া হয়।

মিশন ফর ক্লিন গঙ্গার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গার সচেতনতার বার্তা নিয়ে উওরাখন্ডের গঙ্গোত্রি থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত বিএসএফের ২০ জন মহিলা কনস্টেবলের দল রাফটিং পৌঁছালো ফারাক্কায়। সোমবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা ব্লকের গান্ধীঘাটে এসে পৌঁছান তারা। এক অনুষ্ঠান করে তাদের স্বাগত জানানো হয় বিএসএফের তরফে।
চার নভেম্বর গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গা দূষণ মুক্ত সচেতনতা কর্মসূচি শুরু হয়েছে। আগামী ১৭ ডিসেম্বর গঙ্গাসাগরে এই কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নবাবপুর হাই মাদ্রাসায় ফ্রি কুরআন বিলি

ল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বুধবার হুগলির নবাবপুর হাই মাদ্রাসার প্রাঙ্গণে, আলকুরআন একাডেমী লন্ডন এর উদ্যোগে ও নবাবপুর হাই মাদ্রাসার সহযোগিতায় পাঁচশ জনকে অনুবাদকৃত কুরআন শরীফ বিতরণ করা হয় ও কুরআন বুঝে পড়ো, বিষয়ে এক সেমিনার হয়। উপস্থিত ছিলেন আল কুরআন একাডেমী লন্ডন-এর রাজ্য সম্পাদক মৌলানা রাকিব মন্ডল, হুগলির সভাপতি ও ফুরফুরা শরীফ এর ভুমিপুত্র আবু আফজাল জিন্না, নবাবপুর হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ফাসিহুররহমান সিদ্দিকী , হুগলির সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, মৌলানা ঈসাহক প্রমুখ। মৌলানা সার্মাদুল্লা সিদ্দিকর দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্তি হয়।।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সিভিক পুলিশের মৃত্যু

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: অসুস্থতার কারণে মৃত্যু হল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কতর্ব্যরত এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের। নাম রঞ্জন দাস (৩৭)। তাঁর বাড়ি সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের খুনিয়াপাহাড় গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকমাস ধরে পেটের অসুখে ভুগছিলেন তিনি। আটদিন আগে পেটে আলসার ধরা পড়ে। কলকাতা এক বেসরকারি নার্সিংহোমে তাকে ভর্তি করানো হয়। সোমবার রাতে সেখানে তার মৃত্যু হয়। যুবকের মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মৃত্যু সিভিক ভলেন্টিয়ারের স্ত্রী মামনি দাস বলেন, আমার দুই নাবালক সন্তান রয়েছে। স্বামীর বেতনের উপরে পরিবারটি দুমুঠো ভাত খেতে পাচ্ছিল। নার্সিংহোমে আটদিন চিকিৎসা চলায় প্রায় তিন লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। শেষ সম্বল পাঁচ কাঠা জমি বিক্রি করে নার্সিংহোমের বিল পরিশোধ করতে হল।

যাত্রীবাহী ট্রেকারের গাছে ধাক্কা, জখম ৭

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: জয়নগর স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে যাত্রী নিয়ে ফেরার পথে যাত্রীবাহী ট্রেকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কুলতলির ননী হালদারের মোর সংলগ্ন এলাকায় তালগাছে ধাক্কা। আর তাতেই গুরুতর যখম হয় সাতজন। পথ চলতি মানুষজন তাদেরকে তড়িঘড়ি নিয়ে আছে জয়নগর কুলতলী গ্রামীণ হাসপাতালে। চারজন অবস্থায় আশংকাজনক হওয়ায় জেলা হাসপাতালে ধম্বন্তরিত করে জয়নগর ফুলতলী গ্রামীণ হাসপাতালে ঘটনাস্থলে আসে কুলতলী থানার পুলিশ এবং তড়িঘড়ি তাদেরকে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থাকরে জেলা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন এমনই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শিউরে উঠছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। কাঁটামারির গৃহবধূ মনিকা নাইয়া গুরুতর জখম, ১২ নম্বর জালা বেড়িয়ার বনমালী সরদার, ট্রেকার চালক কাশীনাথ মন্ডল জামতলা, স্বপন নস্কর গোপালগঞ্জ সন্ন্যাসী মন্ডল বঙ্কিম মন্ডলেরপোল।

আর্সেনালের ড্রয়ের দিন জিতে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে চেলসি

আপনজন ডেস্ক: ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগের লড়াইটা যেন আরও জমিয়ে দিল আর্সেনাল ও চেলসি।
ফুলহ্যামের বিপক্ষে ১-১ গোলে আর্সেনালের ড্রয়ের দিন টটেনহামকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে লীগ তালিকার দ্বিতীয়তে উঠে এসেছে এঞ্জো মারেসকার দল।
রোববার ফুলহ্যামের মাঠে ১১তম মিনিটেই রাউল হিমেনেসের গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। ম্যাচের ৫২তম মিনিটে উইলিয়াম সালিবার গোলে ১-১ এ সমতা আনে আর্সেনাল।
এরপর আর গোলের দেখা না পেয়ে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে ম্যাচ শেষ করে গানাররা। অপর ম্যাচে টটেনহাম হটস্পারের বিপক্ষে ৭ গোলের ম্যাচে নাটকীয় জয় তুলে নেয় চেলসি। ঘরের মাঠে ম্যাচের শুরুতেই দুই গোল দিয়ে এগিয়ে যায় টটেনহাম। এরপর সানচো এবং পামারের গোলে এগিয়ে যায় চেলসি। পেনাল্টি থেকে দুইটি গোল করেন ইংলিশ মিডফিল্ডার কোল পামার। এঞ্জো ফার্নান্দেজের আরও এক গোলে ব্যবধান বাড়ালে অতিরিক্ত সময়ে সনের গোলে ব্যবধান কমায় টটেনহাম। ৪-৩ স্কোরলাইনে শেষ হয় ম্যাচটি। এই জয়ে ১৫ ম্যাচে ৯ জয় ও ৪ ড্রয়ে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে লীগ তালিকার দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে ব্লুজরা। সমান ম্যাচ খেলে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার তৃতীয়তে নেমে গিয়েছে আর্সেনাল।

প্রিমিয়ার লিগের পর সবচেয়ে বেশি দর্শক মেসিদের খেলায়

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসির আগমনের পর থেকে ব্যাপকভাবে বদলে যেতে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল। অল্প সময়ের ব্যবধানেই দেশটির খেলার জগতে মেসির আগমনের প্রভাব দেখা যেতে শুরু করে।
শুধু মাঠের খেলাতেই নয়, খেলার বাইরেও 'মেসি-ইফেক্ট' বদলে দেয় অনেক হিসাব-নিকাশ। যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রিয়তায় পিছিয়ে থাকা ফুটবল অল্প সময়ের মধ্যেই উঠে আসে ওপরের দিকে। এরপর সময় যতই গড়িয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়াজগতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে ফুটবল। অথচ মেসি আসার আগেও যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল পরিচিত ছিল 'সকার' নামে। আর এখন আর্জেন্টাইন মহাতারকার হাত ধরে সেই সকারই হয়ে উঠেছে ফুটবল। শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে নয়, বাইরেও চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করেছে ফুটবল। গত মৌসুমে বিশ্বব্যাপী লিগগুলোতে উপস্থিতির সংখ্যার দিকে তাকালেই মিলবে সেই প্রমাণ। ফুটবলের পরিসংখ্যানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'অপ্টা'র এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত মৌসুমে দর্শক উপস্থিতির দিক থেকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পরই মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) অবস্থান। প্রিমিয়ার লিগে গত মৌসুমে দর্শক উপস্থিতি ছিল ১ কোটি ৪৬ লাখ। ইংলিশ ক্লাবগুলোর দর্শক ধারণক্ষমতা কম না হলে এই সংখ্যা অবশ্য আরও বাড়তে পারত। এরপরও অবশ্য শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে তারা। প্রিমিয়ার লিগের পরেই এমএলএসের অবস্থান। গত মৌসুমে এমএলএসের খেলা দেখেছে ১ কোটি ২১ লাখ দর্শক। মূলত মেসি ও তাঁর সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ-সের্হিও বুসকেতসদের কারণেই দর্শক উপস্থিতিতে এই উল্লম্ফন দেখা গেছে।

এমবাপ্পে চান রিয়ালের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়

আপনজন ডেস্ক: কিলিয়ান এমবাপ্পের সময়টা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। রিয়াল মাদ্রিদে গিয়ে এখনো ধারাবাহিক হতে পারেননি এই ফরাসি তারকা। শুধু গোল করার দিক থেকেই নয়, পারফরম্যান্সেও যেন চিরচেনা সেই এমবাপ্পেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যে কারণে বেশ সমালোচনার মধ্যেও যেতে হচ্ছে বিশ্বকাপজয়ী এই ফুটবলারকে। ছন্দে ফেরার অপেক্ষায় থাকা এমবাপ্পে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এক ফ্রেঞ্চ টেলিভিশনকে। সাক্ষাৎকারে মাদ্রিদে তাঁর নতুন জীবন, চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের আকাঙ্ক্ষা এবং লিওনেল মেসির সঙ্গে সম্পর্কসহ নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। এমবাপ্পের রিয়ালে যাওয়ার অন্যতম কারণ তাঁর চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের আকাঙ্ক্ষা। এর আগে পিএসজির হয়ে চেষ্টা করেও এই শিরোপা জেতা হয়নি তাঁর। এখন রিয়ালের হয়ে সেই অপূর্ণতা দূর করতে চান এমবাপ্পে। এমনকি তাঁর আগে পিএসজি চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতুক, সেটিও চান না তিনি। সাক্ষাৎকারে এমবাপ্পে বলেছেন, 'আমি জানি খেলোয়াড়দের মনে কী কাজ করে। চ্যাম্পিয়নস লিগ নিয়ে ঘোরের কারণে যে জটিলতা তৈরি হয়, আমাকেও তার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। আমার চাওয়া আপাতত তারা (পিএসজি) যেন চ্যাম্পিয়নস লিগ না জেতে। কারণ, আমি নিজে সেটা জিততে চাই। আশা করি, তারা ভবিষ্যতে জিতবে। তারা এটার কারণে অনেক ভুগেছে। তবে এখন না জিতুক, (আগে) আমাকে এটা জিততে হবে।

সিরাজকে জরিমানা, হেডকে শুধু তিরস্কারই করল আইসিসি

আপনজন ডেস্ক: প্রায় নিশ্চিতই ছিল শাস্তি পেতে যাচ্ছেন মোহাম্মদ সিরাজ ও ট্রাভিস হেড। অ্যাডিলেড টেস্টে কথার যুদ্ধ হয়েছিল দুজনের মধ্যে। ভারতীয় পেসার সিরাজ হেডকে ফেরানোর পর সূত্রপাত সেই ঘটনার। শেষ পর্যন্ত শাস্তি পেলেন দুজন।
আইসিসি আজ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, সিরাজকে ম্যাচ ফির ২০ শতাংশ অর্থ জরিমানা করা হয়েছে। একটি ডিমেরিট পয়েন্টও যোগ হয়েছে সিরাজের হিসাবের খাতায়। হেডের শৃঙ্খলা-সংক্রান্ত খাতাতেও যোগ হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট। তবে কোনো জরিমানা করা হয়নি তাঁকে, শুধু তিরস্কার করা হয়েছে।
অ্যাডিলেডে ভারতের বিপক্ষে ১৪০ রানের ইনিংস খেলে হেড আউট হওয়ার পর তাঁকে ড্রেসিংরুমের পথ দেখিয়ে দেন সিরাজ। টিভি পর্দায় দেখা গেছে, চলে যাওয়ার সময় হেড সিরাজকে কিছু একটা বলেন। সিরাজও চোখ দুটি বড় করে রেগে লাল হয়ে যান। ড্রেসিংরুমে ফেরার আগে হেড আসলে কী বলেছিলেন, তা শোনা যায়নি। পরে হেডের কাছে জানতে চাওয়া হয়, কী বলেছিলেন তিনি। তাঁর উত্তর, 'আমি তাকে মজা করে বলেছিলাম, ভালো বল করেছ। কিন্তু সে অন্য কিছু মনে করেছে। সে যখন আমাকে ড্রেসিংরুমের দিকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করেছে, তখন আমি কিছু কথা শুনিয়েছি। তবে পুরো বিষয় যেভাবে প্রকাশ হলো, তাতে আমি কিছুটা হতাশ।' কিন্তু হেডের দাবি উড়িয়ে দেন সিরাজ। ভারতের এই পেসার দাবি করেন, সংবাদ সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান মিথ্যাচার করেছেন। অ্যাডিলেড টেস্টে তৃতীয় দিনের খেলা শুরুর আগে স্টার স্পোর্টসকে ৩০ বছর বয়সী এ বোলার বলেন, 'আমি ভালো বল করেছি, সংবাদ সম্মেলনে বলা তার (হেডের) এই কথা পুরোপুরি মিথ্যা। টিভিতে দেখলেই বুঝবেন, সে আসলে কী বলেছিল। আমি শুধু উদ্‌যাপন করেছিলাম। কিন্তু সে আমাকে প্রথমে গালিগালাজ করে। আপনি গিয়ে টিভিতে আবার হাইলাইটস দেখতে পারেন।'

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে পড়ল ভারত

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ সময় ধরেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থানে রাজত্ব করছিল ভারত। তবে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে তিন টেস্টের সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার পর সেই রাজত্ব হারায় তারা। অবশ্য এখন শুধু রাজত্বই নয়, সর্বশেষ দুইবারের রানার্সআপরা ফাইনাল থেকেই ছিটকে যাওয়ার পথে। ভারতের ভাগ্য এখন নির্ভর করছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার হাতে। তার আগে অবশ্য নিজেদের কাজটা সেরেও রাখতে হবে রোহিত শর্মাদের। অন্যথা ফাইনালের টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা শেষ হবে। এ জন্য টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ তিন টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে হবে তাদের। অন্যদিকে পাকিস্তান যদি দক্ষিণ আফ্রিকাকে দুই টেস্টের সিরিজে হারাতে পারে তাহলেও ভারত ফাইনালে খেলতে পারে। একইভাবে শ্রীলঙ্কা যদি অস্ট্রেলিয়াকে দুই টেস্টে হারাতে পারে তখন লাভ হবে ভারতের। ভারতের চেয়ে অবশ্য কাজটা সহজ দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়ার। কেননা ভারত ছিটকে পড়ায় শীর্ষস্থান নিয়ে মিউজিক্যাল চেয়ার খেলা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে। টেস্ট জয়ের পর কখনো অস্ট্রেলিয়া চূড়ায় উঠতেছে, আবার কখনো ম্যাচ জয়ে প্রোটিয়ারা।আজও যেমন শ্রীলঙ্কাকে পোর্ট এলিজাবেথ টেস্টে ১০৯ হারিয়ে দুই টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই করে শীর্ষে উঠেছে। এখন পর্যন্ত ১০ টেস্টে ৬৩.৩৩০ শতাংশ জয়ের হারে শীর্ষে টেম্বা বাভুমার দল। অন্যদিকে ১৪ টেস্টে ৬০.৭১০ শতাংশ জয়ের হারে দুইয়ে অস্ট্রেলিয়া। তিন থাকা ভারত ১৬ টেস্টে ৫৭.২৯০ শতাংশ জয় পেয়েছে। ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে এক ম্যাচ জিতলেই ফাইনাল নিশ্চিত হবে দক্ষিণ আফ্রিকার। বিষয়টা এমন হয়ে গেছে যে প্রোটিয়ারা টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের কাছাকাছি যাচ্ছে আর ভারত দূরে সরে যাচ্ছে। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া ঘরের মাঠের সিরিজে ভারতকে হারাতে পারলেই ঝামেলা শেষ। তবে ৩-২ ব্যবধানে হেরে গেলে শ্রীলঙ্কায় গিয়ে দুটি ম্যাচই জিততে হবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের।

বাকিপুর সবুজ সংঘের পরিচালনায় একদিনব্যাপী আমন্ত্রণী ফুটবল

আসিফা লস্কর ● লস্কর

আপনজন: বাকিপুর সবুজ সংঘের পরিচালনায় একদিনব্যাপী আমন্ত্রণী ফুটবল টুর্নামেন্টে আয়োজন করা হয় গতকাল এই ফুটবল টুর্নামেন্ট দেখতে এলাকার বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছিল বাকিপুর সবুজ সংঘের মাঠে। এলাকায় সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য মগরাহাট সাংবাদিক একাদশের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের একটি আমন্ত্রণী প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। এই ফুটবল ম্যাচে অন্য ভূমিকায় দেখা যায় মগরাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক সুমন বগিকে । এই ফুটবল টুর্নামেন্ট ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট থানা ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক ও মগরাহাট বিধানসভার বিদায়িকা নমিতা সাহা সমিতির সভাপতি রুন া ইয়াসমিন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ করা। এই আমন্ত্রনী ফুটবল টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে এলাকায় দর্শকদের জনসমুদ্র লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে মগরাহাট বাকীপুরের সবুজ সংঘের এক কর্মকর্তা সাইদ শেখ তিনি বলেন, প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও আমন্ত্রণী ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছিল এলাকার বহু ফুটবল ক্লাবের। এ বছর তৃতীয়তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। আমরা চাই প্রতিবছর এই খেলাটি চালু থাকুক।

শামির ব্যাটিংয়ে ভর করে মুস্তাক আলি ট্রফির কোয়ার্টারে বাংলা

আপনজন ডেস্ক: টানটান উত্তেজনার ম্যাচে চণ্ডীগড়কে ৩ রানে হারিয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির কোয়ার্টার-ফাইনালে পৌঁছে গেল বাংলা। টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৫৯ রান করে বাংলা।
জবাবে ৯ উইকেটে ১৫৬ রান করল চণ্ডীগড়। ম্যাচের সেরা বাংলার সায়ন ঘোষ। তিনি ৪ ওভার বোলিং করে ৩০ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন। ৪ ওভারে ২৫ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন মহম্মদ শামি। তবে বোলিংয়ের চেয়েও এই ম্যাচে ব্যাটিংয়ে নজর কাড়লেন শামি। ১০ নম্বরে ব্যাটিং করতে নেমে ১৭ বলে ৩২ রান করে অপরাজিত থাকেন এই তারকা। তাঁর ইনিংসে ছিল ৩টি বাউন্ডারি ও ২টি ওভার-বাউন্ডারি। শামি এদিন ব্যাট হাতে সাফল্য না পেলে জয় পেত না বাংলা। এদিন বাংলার ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাধিক ৩৩ রান করেন করণ লাল। ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায় করেন ২৮ রান। প্রদীপ্ত প্রামাণিক করেন ৩০ রান। চণ্ডীগড়ের হয়ে ৪ ওভারে ২১ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন জগজিৎ সিং। জোড়া উইকেট নেন রাজ বাওয়া। ১ উইকেট করে নেন নিখিল শর্মা, অমৃত লুবানা ও ভগমিন্দর লাথার। এরপর রান তাড়া করতে নেমে বাংলার বোলারদের দাপটে জয়ের কাছাকাছি গিয়েও থেমে গেল চণ্ডীগড়। অধিনায়ক মনন ভোরা ওপেন করতে নেমে করেন ২৩ রান। রাজ করেন ৩২ রান। প্রদীপ যাদব করেন ২৭ রান। নিখিল করেন ২২ রান।
শেষ ওভারে নাটক
জয়ের জন্য শেষ ওভারে চণ্ডীগড়ের দরকার ছিল ১১ রান। ৭ রানের বেশি দেননি সায়ন। তিনি নিখিলকে আউট করে দেন। রান আউট হন জগজিৎ। ফলে জয় পেল বাংলা।

ফুটবলকে বিদায় জানালেন পর্তুগালের উইঙ্গার নানি

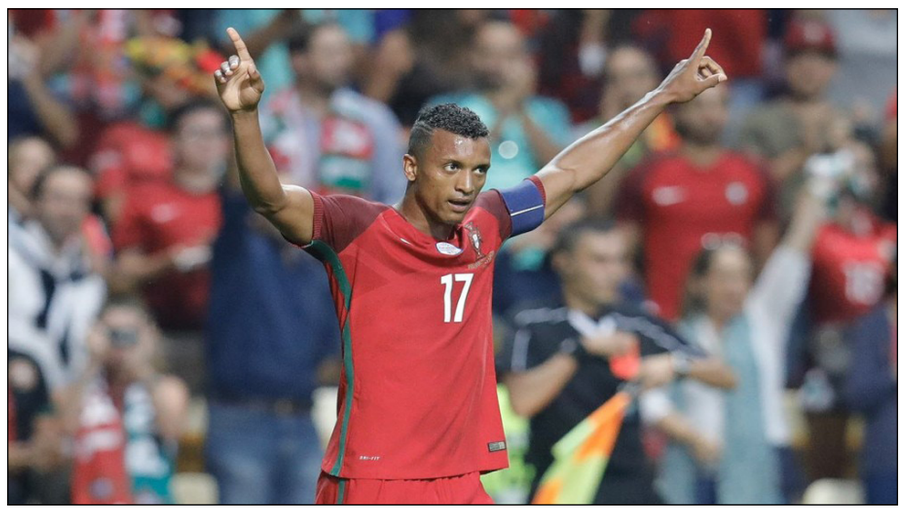

আপনজন ডেস্ক: ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যখন যোগ দিলেন নানি তখন তারকার অভাব ছিল না স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের দলে। তবে ঠিকই ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো-ওয়েইন রুনি-কার্লোস তেভেজদের ভিড়ে নিজের জায়গা পাকাপোক্ত করেন পর্তুগালের সাবেক উইঙ্গার।
সাবেক বলার কারণ আজ সব ধরনের ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন নানি। দীর্ঘ ১৯ বছরের ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছেন তিনি। ৩৮ বছর বয়সে বুটজোড়া তুলে রাখার সিদ্ধান্তের বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন, অবসর নেওয়ার এটাই সঠিক সময়।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে এক ভিডিও বার্তায় নানি বলেছেন, 'বিদায় বলার সময় এসেছে। পেশাদার ফুটবলার হিসেবে আমার ক্যারিয়ারের ইতি টানার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অবিশ্বাস্য এক যাত্রা ছিল। ক্যারিয়ারের উত্থান-পতনে যারা আমাকে সহায়তা ও সমর্থন করেছেন তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দীর্ঘ ২০ বছরের ক্যারিয়ার আমাকে অনেক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দিয়েছে। সময় হয়েছে জীবনে নতুন অধ্যায় যোগ করার। নতুন লক্ষ্যে এবং স্বপ্নে মনোযোগ দিতে চাই। শিগগিরই দেখা হবে।'
২০০৫ সালে স্পোর্টিং সিপির হয়ে পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু করেন নানি। স্বদেশি ক্লাবের হয়ে দুই মৌসুম খেলার পর বিশ্বের অন্যতম সেরা কোচ ফার্গুসনের ডাকে ম্যানইউতে যোগ দেন ২০০৭ সালে। প্রিমিয়ার লিগে এসে ক্লাবটির তারকাদের ভিড়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। দলটির হয়ে প্রথম মৌসুমে জেতেন চ্যাম্পিয়নস লিগ।
সঙ্গে ৮ বছরের ক্যারিয়ারে জেতেন প্রিমিয়ার লিগও। নামের পাশে আছে ক্লাব বিশ্বকাপও। সব মিলিয়ে ক্লাবটির হয়ে ২৩০ ম্যাচে ৪১ গোল করেছেন তিনি।
দীর্ঘ ক্যারিয়ারে স্পোর্টিং সিপি-ম্যানইউ ছাড়াও খেলেছেন ফেনারবাচ, ভ্যালেন্সিয়াসহ দেশ-বিদেশের আরো বেশ কিছু ক্লাবে। পর্তুগালের হয়ে ২০০৬ সালে অভিষেক হয় নানির। জাতীয় দলের হয়ে ১১২ ম্যাচ খেলে করেছেন ২৪ গোল। রোনালদোর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিতেছেন ২০১৬ ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি।

বুঝে পড়ি ডাক্তারি
MBBS/BDS/BAMS/MD/MS/DNB
দেশে বিদেশে মেডিকেল কলেজ/ ইউনিভার্সিটিতে
ভর্তির সু-পরামর্শ
9804281628 /8100057613
CHECKMATE CAREER
DESIGNING FUTURE
Park Circus Kolkata
www.checkmatecareer.com
ভবিষ্যতের ভাবনায় ভর্তি

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**